সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।

www.scc.gov.bd

বিষয়ঃ সিলেট সিটি কর্পোরেশনে গত ১৭.১০.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদের সাধারণ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব আবু আহমদ ছিদ্দীকী, এনডিসি, প্রশাসক, সিলেট সিটি কর্পোরেশন
সভার তারিখ ও সময়	:	১৭ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ, সকাল ১১:০০ ঘটিকা
স্থান	:	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সভাকক্ষ
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় জনাব মোঃ মুশফেকুর রহমান, ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, জনাব মোঃ রেজাউল করিম, পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট, জনাব মোঃ শের মাহবুব মুরাদ, জেলা প্রশাসক সিলেট উপস্থিত ছিলেন। সভায় অন্যান্য উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে সংযুক্ত করা হলো। অতঃপর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আহ্বান জানানো হয়। সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আলী, ইমাম, নগর ভবন মসজিদ, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন জনাব জ্যোতিষ চক্রবর্তী, আদায়কারী, কর আদায় শাখা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন। অতঃপর সভার আলোচ্যসূচি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়ঃ

২.০ সভার আলোচ্যসূচি:

২.১ গত ৩০.০৯.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণঃ

সিলেট সিটি কর্পোরেশনে গত ৩০.০৯.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্য বিবরণীতে কোন সংশোধনী/সংযোজনী রয়েছে কিনা তা সভায় জানতে চাওয়া হয়। প্রেরিত কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী বা সংযোজনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হলো।

২.২ সিলেট সিটি কর্পোরেশনে চুক্তিভিত্তিক কর্মরতদের নিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনাঃ

সিলেট সিটি কর্পোরেশনে বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত মেয়রগণ জনস্বার্থ ও জরুরী বিবেচনায় বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন পদে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণকে চুক্তিভিত্তিতে নিয়োজিত করেছেন। তাদের কয়েক জনের সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, আবার কয়েকজনকে নথিতে অনুমোদনের মাধ্যমে নিয়োজিত করেছেন। তবে সিটি কর্পোরেশন আইন অনুযায়ী জনবল নিয়োজিতকরণের পূর্বে সরকারের নিকট হতে পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি। বিভিন্ন শাখায় নিয়োজিত চুক্তিভিত্তিক জনবলের তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

ক্রম	নাম	পদবী	শাখা	মাসিক বেতন (টাকা)	চুক্তির মেয়াদ
১	জনাব লে. কর্নেল (অবঃ) মোহাম্মদ একলিম আবদীন	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	১,২০,০০০/-	০৫/১২/২০২৩ হতে ১ বছর
২	সাদাত হোসেন খান স্বত্বাধিকারী RootSoft IT	আইটি কনসালটেন্ট	আইসিটি	১,১৪,০০০/-	১/১১/২০২৩ হতে ৩১/১২/২০২৪
৩	জনাব অনিল কৃষ্ণ মজুমদার	শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শক	শিক্ষা/সংস্কৃতি/ পাঠাগার ও সমাজকল্যাণ	৭০,০০০/-	১/৩/২০২৪ হতে ২৮/২/২০২৫
৪	জনাব বসন্ত কুমার সিংহ	সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	প্রকৌশল	৪০,০০০/-	১/১০/২০২৩ হতে ৩০/০৯/২০২৮
৫	জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ	সহকারী সম্পত্তি কর্মকর্তা	সম্পত্তি	৩৫,০০০/-	১/১১/২০২৩ হতে ৩১/১০/২০২৫
৬	ডাঃ ফেরদৌসী জাহান	মেডিকেল অফিসার ওসমান মিয়া মার্চেন্ট মা ও শিশু হাসপাতাল	স্বাস্থ্য	৩৫,০০০/-	১/০৭/২০২৪ হতে ---
৭	ডাঃ তাহমিনা মালেক শিমু	মেডিকেল অফিসার ওসমান মিয়া মার্চেন্ট মা ও শিশু হাসপাতাল	স্বাস্থ্য	৩০,০০০/-	১/০৫/২০২৩ হতে ---

সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।

www.scc.gov.bd

ক্রম	নাম	পদবী	শাখা	মাসিক বেতন (টাকা)	চুক্তির মেয়াদ
৮.	ডাঃ রুমানা মালেক	মেডিকেল অফিসার ওসমান মিয়া মার্চেন্ট মা ও শিশু হাসপাতাল	স্বাস্থ্য	৩০,০০০/-	১/০৫/২০২৩ হতে --
৯	জনাব সুমন কান্তি পাল	সিনিয়র ল্যাব টেকনিশিয়ান ওসমান মিয়া মার্চেন্ট মা ও শিশু হাসপাতাল	স্বাস্থ্য	২৫,০০০/-	১/০৫/২০২৩ হতে --
১০	জনাব ভূপাল রঞ্জন চন্দ	স্বাস্থ্য পরিদর্শক	স্বাস্থ্য	২০,০০০/-	১০/০৫/২০২৪ হতে ০৯/০৫/২০২৫
১১	জনাব আলমগীর কবির মুন্না	ম্যানেজার ওসমান মিয়া মার্চেন্ট মা ও শিশু হাসপাতাল	স্বাস্থ্য	২০,০০০/-	১/০৫/২০২৩ হতে --
১২	জনাব মোঃ আব্দুল আলীম	Walkie-talkie management and consultancy	বিদ্যুৎ	২০,০০০/-	১/০৫/২০২৩ হতে ৩০/৪/২০২৫
১৩	মোছাঃ ফাহিমা বেগম	মিডওয়াইফ ওসমান মিয়া মার্চেন্ট মা ও শিশু হাসপাতাল	স্বাস্থ্য	২০,০০০/-	১/০৭/২০২৪ হতে --
১৪	ইতি দাস	মিডওয়াইফ ওসমান মিয়া মার্চেন্ট মা ও শিশু হাসপাতাল	স্বাস্থ্য	২০,০০০/-	১/০৭/২০২৪ হতে --
১৫	প্রিয়াংকা দে	মিডওয়াইফ ওসমান মিয়া মার্চেন্ট মা ও শিশু হাসপাতাল	স্বাস্থ্য	২০,০০০/-	১/০৭/২০২৪ হতে --
১৬	জনাব অন্তর শ্যাম	জুনিয়র ল্যাব টেকনিশিয়ান ওসমান মিয়া মার্চেন্ট মা ও শিশু হাসপাতাল	স্বাস্থ্য	১৮,০০০/-	১/০৫/২০২৩ হতে --
১৭	তানিয়া বেগম	মিডওয়াইফারী ওসমান মিয়া মার্চেন্ট মা ও শিশু হাসপাতাল	স্বাস্থ্য	১৮,০০০/-	১/০৫/২০২৩ হতে --
১৮	মাসুমা বেগম	মিডওয়াইফারী ওসমান মিয়া মার্চেন্ট মা ও শিশু হাসপাতাল	স্বাস্থ্য	১৮,০০০/-	১/০৫/২০২৩ হতে --
১৯	সজল কান্তি দাশ	স্যাম্পল কালেক্টর ওসমান মিয়া মার্চেন্ট মা ও শিশু হাসপাতাল	স্বাস্থ্য	১৫,০০০/-	১/০৫/২০২৩ হতে --

এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। চুক্তিভিত্তিক জনবল নিয়োজিত করার পূর্বে আইন অনুযায়ী সরকারের নিকট হতে পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করা উচিত ছিল মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ সিলেট সিটি কর্পোরেশনে বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত মেয়রগণ কর্তৃক জনস্বার্থ ও জরুরী বিবেচনায় বিভিন্ন শাখায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত জনবলের তথ্যাদি সরকারকে অবহিত করতে হবে (বাস্তবায়নেঃ প্রশাসন শাখা)।

২.৩ নতুন ওয়ার্ড কার্যালয় স্থাপন ও পুরাতন কার্যালয়সমূহের আসবাবপত্র গ্রহণ সংক্রান্ত আলোচনাঃ

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অবহিত করেন যে, গত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইতোমধ্যে ২৬, ৪০, ৪১, ১, ৩৯, ৮, ৯, ১৭, ১২, ২৫, ৩২, ৩৩, ১০, ২, ১৩ নম্বরসহ মোট ১৫টি ওয়ার্ডের কার্যালয় ও আসবাবপত্র স্থানান্তর করা হয়েছে। সাধারণ জনগণ বিভিন্ন সময়ে আগের অফিসের বিষয়ে অভিযোগ করছেন। পূর্বের কাউন্সিলরগণ কর্তৃক স্থাপিত অফিসসমূহে পুনরায় অফিশিয়াল কার্যক্রম পরিচালিত হলে জনগণের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তাই চলতি মাসের মধ্যেই সবগুলো ওয়ার্ড অফিসের কার্যালয় জনসাধারণের সুবিধাজনক স্থানে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। সভাপতি ১০ নাম্বার ওয়ার্ড ও ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে সাধারণ জনগণ তাদের সেবা নেয়ার জন্য খোঁজে পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হয়েছে মর্মে জানান। জনগণ তাদের সেবা পেতে যেন কোন ধরনের হয়রানির শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে উপ পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বলেন যে, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সচিবগণ কাউন্সিলরদের সাথে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন এবং তাদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সচিবগণকে পূর্বের কর্মস্থলে রেখে কাজ করা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে বলে তিনি আশংকা ব্যক্ত করেন। তাই তাদেরকে অন্য ওয়ার্ডে বদলি করা প্রয়োজন বলে মতামত ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ বলেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সচিবগণের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। যদি তাদেরকে এখন বদলি করা হয়, তাহলে কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে। তাই একযোগে সকলকে বদলি না করে প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সচিবদেরকে বদলি করা যেতে পারে। তাছাড়া সভায় জন্ম নিবন্ধন, মৃত্যু নিবন্ধন, উত্তরাধিকার সনদ প্রদান, ভোটার নিবন্ধনের তথ্যাদি প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তাছাড়া, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, দ্বৈত নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সনদ পাবে কিনা এ বিষয়ে জানতে চাইলে, ডিআইজি বলেন, যদি কেউ বাংলাদেশী নাগরিকত্ব ত্যাগ করে তাহলে উত্তরাধিকারী সনদ পাবেন না। তবে যদি তিনি দ্বৈত নাগরিক হন তবে তিনি উত্তরাধিকারী সনদ পাবেন। আইন অনুযায়ী তিনি জন্ম নিবন্ধন পেতে পারেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) ১ নভেম্বর ২০২৪ হতে সকল ওয়ার্ডের পুরাতন ওয়ার্ড কার্যালয় ও ফার্নিচার নতুন অফিসে স্থানান্তর করতে হবে (বাস্তবায়নেঃ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সচিবগণ)।

(খ) জনগণ তাদের সেবা পেতে যেন কোন ধরনের হয়রানীর শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে (বাস্তবায়নেঃ ওয়ার্ড সচিব ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ)।

(গ) অভিযোগ বা প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সচিবগণকে বদলি করা যেতে পারে (বাস্তবায়নেঃ প্রশাসন শাখা)।

২.৪ ওয়ার্ড অফিসে কর্মরত ওয়ার্ড সচিব ও অফিস সহায়কদের বেতন সংক্রান্ত আলোচনাঃ

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড অফিসগুলোতে কর্মরত ওয়ার্ড সচিব ও অফিস সহায়কগণ মাস্টার রোলে নিয়োজিত রয়েছেন। বিধিবিধান অনুযায়ী মাস্টাররোলে কর্মরত কর্মচারীদের ৩০ দিন বেতন দেয়ার সুযোগ নেই। তবে পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদেরকে ৩০ দিনের প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ওয়ার্ড দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ বলেন, বিভিন্ন ওয়ার্ডের সচিবগণ শুক্রবার, শনিবার এমনকি বন্ধের দিনেও তারা কাজ করছেন। তাদের সহযোগিতা ছাড়া ওয়ার্ডের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব। সেজন্য তাদেরকে ৩০ দিন বেতন প্রদান করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সকল কর্মকর্তা একমত পোষণ করে বলেন যে, সংশ্লিষ্ট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রদত্ত যৌক্তিকতার ভিত্তিতে মাস্টার রোলে নিয়োজিত কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখা, নিরাপত্তা শাখা, বিদ্যুৎ শাখা, পানি শাখা, পরিবহন শাখায় বিভিন্ন জরুরি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে বিধায় সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তাকর্তাগণের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে যারা ৩০ দিন কাজ করে তাদেরকে ৩০ দিনের বেতন প্রদান করা যেতে পারে। তাছাড়া, সিলেট সিটি কর্পোরেশনে ওয়ার্ড অফিসে কর্মরত ওয়ার্ড সচিব ও অফিস সহায়কগণ যেহেতু ৩০ দিন কাজ করেন, তাই তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে তাদেরকে ৩০ দিনের বেতন প্রদান করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ

সংশ্লিষ্ট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নের ভিত্তিতে মাস্টার রোলে নিয়োজিত কর্মচারীদের বেতন পূর্বের ন্যায় প্রদান করা যেতে পারে (বাস্তবায়নেঃ হিসাবরক্ষণ শাখা ও প্রশাসন শাখা)।

২.৫ বীরেশ চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনাঃ

শিক্ষা/সংস্কৃতি/সমাজ কল্যাণ ও পাঠাগার কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, বীরেশ চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়টি স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে উক্ত স্কুলটি সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত হয়। বর্তমানে উক্ত স্কুলে ২২ জন শিক্ষক ও পাঁচজন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৯০৬ জন। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের

প্রেক্ষিতে ৮০০০/- - ১৬৫০০/- টাকা পর্যন্ত শিক্ষকদের বেতন প্রদান করা হয়। স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির মাধ্যমে শিক্ষকদের কে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, আইন অনুযায়ী কোন প্রতিষ্ঠানকে কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করতে হলে বিধি অনুযায়ী সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমানে সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক এরকম পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। তবে কোন ক্ষেত্রেই সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি।এ বিষয়ে সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োজিত শিক্ষক ও কর্মচারীগণকে নিয়োগের বিষয়টি সরকারকে অবহিত করা প্রয়োজন বলে মত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্তঃ সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োজিত শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়োগের বিষয়টি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে (বাস্তবায়নেঃ প্রশাসন শাখা)।

২.৬ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অস্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা যৌক্তিকীকরণের নিমিত্ত গঠিত কমিটির সুপারিশ সংক্রান্ত আলোচনাঃ

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, গত ১৯.০৯.২০২৪ তারিখে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মহোদয়ের সাথে বিভাগীয় ও শাখা প্রধানগণের অনুষ্ঠিত সভায় সিলেট সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত অস্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা যৌক্তিকীকরণ সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক সিলেট সিটি কর্পোরেশনে কোন প্রক্রিয়ায় কতজন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে, জনবল নিয়োগের পর আইন অনুযায়ী সরকারকে অবহিত করা হয়েছে কি না, জনবল নিয়োগের বিষয়ে চলমান মামলার তথ্যাদি, দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা/অভিযোগ, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদিত এবং অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাবিত পদসমূহের সাথে নিয়োগকৃত জনবলের সামঞ্জস্য রয়েছে কি না এবং না থাকলে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার নিমিত্ত করণীয় বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য বলা হয়েছে। গঠিত কমিটি গত ০৯/১০/২০২৪ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। এ প্রসঙ্গের সচিব, সিলেট সিটি কর্পোরেশন বলেন, সিলেট সিটি কর্পোরেশনে অনুমোদিত পদ সংখ্যা ৭২৭ টি। নতুন অর্গানোগ্রামে প্রস্তাবিত পদ সংখ্যা ২৬৯১ টি। সর্বমোট ৩৪১৮ টি পদ রয়েছে। উক্ত পদগুলোর মধ্যে অনুমোদিত পদে বর্তমানে ৩৩৫ জন, দৈনিক মজুরিভিত্তিক, মাস্টাররোল ও চুক্তিভিত্তিক মোট ১৫৪১জনসহ সর্বমোট ১৮৭৬ জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। তিনি আরো বলেন, ২০০৭ সাল হতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সিলেট সিটি কর্পোরেশনে মাস্টার রোলে নিয়োজিত ১২৯৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে চারটি রিট মামলায় ৯৮৪ কর্মকর্তা কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। তদন্ত কমিটির সুপারিশগুলো নিম্নরূপঃ

(ক) সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সচিবালয় বিভাগের ২০জন, প্রকৌশল বিভাগের ৪জন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১জন, রাজস্ব বিভাগের ৮জন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের ৭জন সহ মোট ৪৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখের পর হতে নিয়মিতভাবে অফিসে অনুপস্থিত রয়েছেন। তারা সকলেই মাস্টাররোলে নিয়োজিত কর্মচারী। কর্পোরেশনের সভায় উপস্থাপনপূর্বক তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ প্রসঙ্গে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। যেহেতু, বিভিন্ন শাখার ৪৮ জন কর্মকর্তা কর্মচারী যেহেতু ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখের পর হতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে অফিসে অনুপস্থিত রয়েছেন, যেহেতু, তারা সকলেই মাস্টার রোলে কর্মরত ছিলেন, যেহেতু, তাদেরকে আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসের বেতন প্রদান করা হয়নি সেহেতু, তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় ঐক্যমত পোষণ করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ বিভিন্ন শাখায় অনুপস্থিত ৪৮ জন কর্মকর্তা কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা (যদি কোন মামলা অন্তর্ভুক্ত না থাকে) গ্রহণ করতে হবে (বাস্তবায়নেঃ প্রশাসন শাখা)।

(খ) জনাব আনোয়ারুল হক ভোতা, আদায়কারী, লাইসেন্স শাখা এবং জনাব মোঃ ফখর উদ্দিন, সুপারভাইজার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখা এবং জনাব শামীম আহমদ, সুপারভাইজার, নিরাপত্তা শাখা, জনাব সাহেদ আহমদ, আদায়কারী, কর আদায় শাখা, জনাব সুজন পুরকায়স্থ, সহকারী কর কর্মকর্তা, কর আদায় শাখা, জনাব মুজিবুর রহমান, সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন (১), সুপারভাইজার, নিরাপত্তা শাখাসহ মোট ৭জন কর্মচারী সিলেট সিটি কর্পোরেশনে মাস্টাররোলে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে রয়েছেন বৈষম্য বিরোধী

সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।

www.scc.gov.bd

ছাত্র আন্দোলনের সময় বিতর্কিত ভূমিকার অভিযোগ রয়েছে। তারা ৫ আগস্ট ২০২৪ এ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ছাত্রজনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করেছেন কি না এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ এবং তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্তভাবে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়ঃ

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, আহবায়ক, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, সদস্য, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, সদস্য, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সদস্য, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সদস্য সচিব।

সিদ্ধান্তঃ গঠিত কমিটি বিস্তারিত তদন্তপূর্বক সুপারিশসহ প্রতিবেদন দিবেন (বাস্তবায়নঃ প্রশাসন শাখা)।

(গ) ২০০৭ সাল হতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সিলেট সিটি কর্পোরেশনে দৈনিক মজুরি, চুক্তিভিত্তিক ও মাস্টাররোলে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়োগের বিষয়ে কর্পোরেশনের সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। যেহেতু সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা ও কাজের পরিধি বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে সেহেতু বিষয়টি সরকারকে অবহিত করা যেতে পারে মর্মে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ মত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্তঃ ২০০৭ সাল হতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সিলেট সিটি কর্পোরেশনে নিয়োজিত দৈনিক মজুরিভিত্তিক, চুক্তিভিত্তিক ও মাস্টাররোলে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়োগের বিষয়টি বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে (বাস্তবায়নেঃ প্রশাসন শাখা)।

(ঘ) জনবল নিয়মিতকরণ/স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত চলমান মামলাগুলোতে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংশ্লিষ্ট কোর্টে সরবরাহ করা যেতে পারে এবং আইনজীবী নিয়োগ করে দ্রুত মামলাগুলো নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ বলেন, মাস্টার রোলে কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত মামলার বিষয়ে আদালত মূলত ছয় মাসের স্টে অর্ডার দিয়ে থাকে। উক্ত মামলাগুলোর ক্ষেত্রে আদালতের পর্যবেক্ষণগুলো পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে মামলাগুলো নিষ্পত্তি করার নিমিত্ত আইনজীবী নিয়োগসহ যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে মামলাগুলো নিষ্পত্তি করার নিমিত্ত আইনজীবী নিয়োগসহ যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে (বাস্তবায়নঃ আইন শাখা)।

(ঙ) ২০০২ সালে পৌরসভা হতে সিলেট সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে ২০২১ সালে সিটি কর্পোরেশনের এলাকা সম্প্রসারিত করে ২৭টি ওয়ার্ড হতে ৪২টি ওয়ার্ডে উন্নীত করা হয়। এলাকা সম্প্রসারণের কারণে সিটি কর্পোরেশনের কাজের পরিধি অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুমোদিত জনবল দ্বারা জনগণকে কাংখিত সেবা প্রদান সম্ভব না হওয়ায় ২৯৪৮টি নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাবনাসহ নতুন অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন বলেন, সিলেট সিটি কর্পোরেশনকে একটি মডেল কর্পোরেশন হিসেবে তৈরি করার নিমিত্ত ২৯৪৮টি নতুন পদ সৃষ্টির একটি প্রস্তাব সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার বিভাগের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৬৯১টি পদের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়। সভাপতি বলেন যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে (বাস্তবায়নেঃ প্রশাসন শাখা)।

(চ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২৪ জন এবং নিরাপত্তা শাখার ২৪ জন মোট ৪৮ জন কর্মচারীর বেতন ভাতা ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধ করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত কর্মরত কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি তাদের নিজ নিজ ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করার বিষয়ে সভায় ঐক্যমত পোষণ করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২৪ জন এবং নিরাপত্তা শাখার ২৪ জন মোট ৪৮ জন কর্মচারীর কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নিমিত্ত তাদের বেতন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে (বাস্তবায়নেঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার শাখা ও হিসাবরক্ষণ শাখা)।

২.৭ ওসমান মিয়া মা ও শিশু হাসপাতালে স্টাফ নিয়োগের আইনগত বিষয়াদি সংক্রান্ত আলোচনাঃ

প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বলেন যে, সিলেট সিটি কর্পোরেশন বলেন, ওসমান মিয়া মা ও শিশু হাসপাতালটি জরুরিভাবে চালু করার জন্য তৎকালীন মেয়র তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। পরবর্তীতে তিনি উক্ত হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তিনজন ডাক্তার, প্রয়োজনীয় সংখ্যক নার্স ও টেকনিশিয়ান নিয়োগের নিমিত্ত নথি উপস্থাপন করেন। তৎকালীন মেয়র মহোদয় উক্ত নথিতে প্রস্তাবিত জনবল নিয়োগের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। গঠিত নিয়োগ কমিটির মাধ্যমে উক্ত হাসপাতাল পরিচালনা নিমিত্ত জনবল নিয়োগ করা হয়। বর্তমানে তারা চুক্তিভিত্তিতে নিয়োজিত রয়েছেন। জনবল নিয়োগের বিষয়টি সরকারকে অবহিত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সরকারকে অবহিত করার বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্তঃ জনবল নিয়োগের বিষয়টি বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক সরকারকে অবহিত করতে হবে (বাস্তবায়নেঃ প্রশাসন শাখা ও স্বাস্থ্য শাখা)।

২.৮ MACP প্রকল্পে অগ্রিম উত্তোলন এবং কর্মরত কর্মচারীদের নিয়োগের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনাঃ

প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বলেন, ইউনিসেফের আর্থিক সহযোগিতায় MACP প্রকল্পটি ৩০/৩/২২ সাল থেকে চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের অধীনে ৪১ জন স্বাস্থ্যকর্মীর বেতন ভাতাদি পরিশোধ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর পর থেকে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং সার্বিক কার্যক্রমের গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৯ জন প্যারামেডিক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন, যাদের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্প সমাপ্তির পর উল্লিখিত ৪১জন স্বাস্থ্যকর্মীকে সিলেট সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে মর্মে সিটি কর্পোরেশনের পরিষদের সাধারণ সভায় সর্বসম্মতি ক্রমে প্রস্তাব পাশ হয়। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে বর্তমান প্রেক্ষাপটে উল্লিখিত ৪১জন স্বাস্থ্যকর্মীকে সিটি কর্পোরেশনে অর্ন্তভুক্ত করা কষ্টসাধ্য। তাই ইপিআই কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে ৪১জন স্বাস্থ্যকর্মীর বেতন আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, উক্ত প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ অগ্রিম উত্তোলনপূর্বক ব্যয় করতে হয়। ইতোমধ্যে নিয়োগকৃত জনবলের বেতন আগামী ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয় পত্র প্রেরণ করা এবং অগ্রিম উত্তোলিত অর্থ পিপিআর এর বিধান অনুযায়ী ব্যয় করার বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) ইতোমধ্যে নিয়োগকৃত জনবলের বেতন আগামী ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয় পত্র প্রেরণ করতে হবে (বাস্তবায়নেঃ স্বাস্থ্য শাখা)।

(খ) অগ্রিম উত্তোলিত অর্থ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস ২০০৮ এর বিধান অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে (বাস্তবায়নেঃ স্বাস্থ্য শাখা)।

২.৯ শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন পূজামন্ডপে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগঃ

প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা বলেন, সিলেট নগরীর পূজা উদযাপন কমিটির তথ্যানুযায়ী সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৭৭টি স্থানে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত ১লা অক্টোবর ২০২৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পূজা উদযাপন বিষয়ক সমন্বয় সভায় সকল পূজা মন্ডপের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণে সার্বক্ষণিক শ্রমিক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ওয়ার্ড শ্রমিক ও কেন্দ্রীয়ভাবে সিটি কর্পোরেশনের

শ্রমিকদের দ্বারা উক্ত কাজ সম্পন্নের উদ্যোগ নেয়া হয়। পূজামন্ডপসমূহের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকল্পে প্রত্যেক পূজামন্ডপে দিনে ও রাতে (২+২) মোট ৪ জন শ্রমিক গত ০৯-১৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ৫ দিনের জন্য নিয়োগ করা হয়। তাছাড়া, যেসকল ওয়ার্ডে একটিমাত্র পুজামন্ডপ রয়েছে সেখানে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে নিয়োজিত ৪জন শ্রমিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। ফলে ২৮টি পুজামন্ডপে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কর্তৃক এবং ৪৯টি পূজামন্ডপে সিটি কর্পোরেশনের শ্রমিক নিয়োজিত করা হয়। এতে অতিরিক্ত ৪৯টি×৪জন ৫ দিন×৫০০ টাকা= ৪,৯০,০০০/-(চার লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা ব্যয় হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। বিস্তারিত আলোচনায় তা সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ৪৯টি পুজামন্ডপে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োজিত করা বাবদ (অতিরিক্ত ৪৯টি×৪জন ৫ দিন×৫০০ টাকা) = ৪,৯০,০০০/-(চার লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা পরিশোধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (বাস্তবায়নেঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখা ও হিসাবরক্ষণ শাখা)।

২.১০ বিভিন্ন ওয়ার্ডসমূহে যৌক্তিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনাঃ

প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা বলেন, বিগত ২০২৩ সালের আগস্ট মাসের অনুষ্ঠিত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অদ্যাবধি সকল সাধারণ আসনের কাউন্সিলরগণের তত্ত্বাবধানে ১০ জন ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরদের তত্ত্বাবধানে ৪ জন করে শ্রমিক নিয়োগ করতঃ ওয়ার্ডসমূহের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা হতো। এতে প্রতি মাসে ৭১,৪০,০০০/-(একাত্তর লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা হতে ৭৩,৭৮,০০০/- (তিয়াত্তর লক্ষ আটাত্তর হাজার) টাকা ব্যয় হতো। বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনের আয় ও ব্যয় প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনাপূর্বক বর্তমান প্রেক্ষাপটে শ্রমিক সংখ্যা কমানো প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান। তিনি আরো বলেন, প্রতিটি ওয়ার্ডে (১০+৪) = ১৪ জনের পরিবর্তে ৫ জন করে শ্রমিক নিয়োজিত করলে প্রতি মাসে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব। সভাপতি বলেন, বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও আয় বিবেচনায় সিলেট সিটি কর্পোরেশনে বিভিন্ন ওয়ার্ডে পূর্বে নিয়োজিত ১৪ জন (সাধারণ ওয়ার্ডে ১০ জন, সংরক্ষিত ওয়ার্ডে ৪জন) শ্রমিকের পরিবর্তে সাধারণ ওয়ার্ডে ৫জন শ্রমিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়োজিত করা যেতে পারে এবং সংরক্ষিত ওয়ার্ডে পূর্বের নিয়োজিত ৪জন শ্রমিক আপাতত বাতিল করা যেতে পারে। তাছাড়া প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা আরো বলেন যে, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ছোট-বড় ৫৬ টি খাল বা ছড়া রয়েছে। আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও জলাবদ্ধতা নিরসনের নিমিত্ত উক্ত খাল বা ছড়াগুলো শীত মৌসুমের শুরুতেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজনে অতিরিক্ত শ্রমিক ও এক্সকাবেটর নিয়োজিত করার বিষয়ে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাছাড়া শীতের শুরুতেই সিলেট শহরে চুরি ডাকাতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা ব্যক্ত করে পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সমস্ত সিসিটিভি মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সভায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও আয় বিবেচনায় সিলেট সিটি কর্পোরেশনে বিভিন্ন ওয়ার্ডে পূর্বে নিয়োজিত ১৪ জন (সাধারণ ওয়ার্ডে ১০ জন, সংরক্ষিত ওয়ার্ডে ৪জন) শ্রমিকের পরিবর্তে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাধারণ ওয়ার্ডে ৫জন শ্রমিক নিয়োজিত করতে হবে এবং সংরক্ষিত ওয়ার্ডে পূর্বের নিয়োজিত ৪জন শ্রমিক আপাতত বাতিল করতে হবে(বাস্তবায়নেঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখা ও হিসাবরক্ষণ শাখা)।

(খ) সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ছোট-বড় ৫৬ টি খাল বা ছড়া রয়েছে। আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও জলাবদ্ধতা নিরসনের নিমিত্ত উক্ত খাল বা ছড়াগুলো শীত মৌসুমের শুরুতেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও খনন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত শ্রমিক ও এক্সকাবেটর নিয়োজিত করতে হবে (বাস্তবায়নেঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখা)।

(গ) সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সমস্ত সিসিটিভি মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (বাস্তবায়নেঃ বিদ্যুৎ শাখা)।

২.১১ শেভরন কর্তৃক ভ্যানগাড়ী ও ডাস্টবিন ব্যবহার ও বিতরণ সংক্রান্ত আলোচনাঃ

প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, সম্প্রতি শেভরন বাংলাদেশ কর্তৃক ৫, ৬ ও ৩৫ নং ওয়ার্ডে মোট ৬০টি ময়লার ভ্যান ও ৫৩০ টি ডাস্টবিন প্রদান করা হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উক্ত ওয়ার্ডসমূহকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্প সফল হলে ভবিষ্যতে শেভরন অন্যান্য ওয়ার্ডেও একইভাবে সহায়তা প্রদান করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। তাই ৫, ৬ ও ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে কমিটি গঠন পূর্বক বা সকল স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে সমন্বয়পূর্বক অতি দ্রুততার সাথে ডাস্টবিনসমূহ বিতরণ করা যেতে পারে। একই সঙ্গে ভ্যানগাড়ী সমূহ অপারেশনাল করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি, শেভরন কর্তৃপক্ষকে ডাস্টবিন ও ময়লার গাড়ি প্রদানের জন্য সিলেট সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাদের এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত থাকবে মর্মেও আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। সভাপতি, ৫, ৬ ও ৩৫ নাম্বার ওয়ার্ডে স্টেক হোল্ডারদের সমন্বয়ে কমিটি গঠনপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ শেভরন কর্তৃক প্রদত্ত ডাস্টবিন ও ময়লার ভ্যানগাড়ি বিতরণের নিমিত্ত ৫, ৬ ও ৩৫ নাম্বার ওয়ার্ডে স্টেক হোল্ডারদের সমন্বয়ে কমিটি গঠনপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (বাস্তবায়নেঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখা)।

২.১২ সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রাথমিকভাবে প্রস্তুতকৃত ২০০টি ভ্যানগাড়ী বিতরণ সংক্রান্ত আলোচনাঃ

প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, বিভিন্ন ওয়ার্ডের চাহিদা ও অত্র শাখার প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক সময়ে ৫৩৭টি ভ্যানগাড়ী তৈরির জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতঃ প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২০০টি ভ্যানগাড়ি তৈরির কাজ শেষ হয়েছে । উল্লেখ্য, বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও সিটি কর্পোরেশনের আয় বিবেচনায় আপাতত ২০০টি ভ্যানগাড়ি সংগ্রহ করা যেতে পারে। কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি পেলে পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ভ্যানগাড়িসমূহ সংগ্রহ করা যেতে পারে। তাছাড়া, প্রতিটি ওয়ার্ডে (৫, ৬ ও ৩৫ ব্যতিত) ৫টি করে মোট (৫×৩৯টি)=১৯৫টি ভ্যান গাড়ি বিতরণ করা যেতে পারে। বাকি ৫টি ভ্যান গাড়ি জরুরী প্রয়োজন মিটানোর নিমিত্ত সিটি কর্পোরেশনে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং উক্ত প্রস্তাবের সাথে ঐক্যমত পোষণ করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আয় বিবেচনায় আপাতত ২০০টি ভ্যানগাড়ি সংগ্রহ করতে হবে এবং পরবর্তীতে করপোরেশনের আয় বৃদ্ধি পেলে পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ভ্যানগাড়িসমূহ সংগ্রহ করতে হবে (বাস্তবায়নেঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখা)।

(খ) প্রতিটি ওয়ার্ডে (৫, ৬ ও ৩৫ ব্যতিত) ৫টি করে মোট (৫×৩৯টি) = ১৯৫টি ভ্যান গাড়ি বিতরণ করতে হবে এবং অবশিষ্ট ৫টি ভ্যান গাড়ি জরুরী প্রয়োজন মিটানোর নিমিত্ত সিলেট সিটি কর্পোরেশনে সংরক্ষণ করতে হবে (বাস্তবায়নেঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখা)।

২.১৩ ওয়ার্ডভিত্তিক ভ্যানগাড়ির মাধ্যমে ময়লা অপসারণ এবং রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনাঃ

এ প্রসঙ্গে প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা বলেন, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ময়লাবাহী ভ্যান গাড়িগুলো বিভিন্নভাবে যেমন-ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস বা বিভিন্ন ক্লাব কিংবা স্বতন্ত্র ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় ভ্যান গাড়িগুলো পরিচালনার ফলে সিটি কর্পোরেশন বা বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ভ্যান গাড়িগুলোর সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে না, ভ্যানে ময়লা নেয়ার জন্য প্রদত্ত বিলের সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের কাছ থেকে বিল না নেয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, বাসাবাড়ী থেকে ময়লা না নিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বা অট্টালিকা কিংবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হতে ময়লা নেয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, ওয়ার্ড ভিত্তিক ময়লা সংগ্রহের দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ না থাকার কারণে ময়লা সংগ্রহ ও পরিবহনের সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, বিভিন্ন বাসাবাড়ি হতে ময়লা সংগ্রহ না করার ফলে যেখানে সেখানে ময়লা ফেলার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা না থাকায় অনেক সময় আইন প্রয়োগ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এই সমস্যাগুলো সমাধানে তিনি নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলো সভায় উপস্থাপন করেনঃ

(ক) ওয়ার্ডসমূহে পরিচালিত সকল ভ্যানগাড়ি ওয়ার্ড অফিসের দায়িত্বে পরিচালনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ওয়ার্ডসমূহ বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারে। তবে সর্বক্ষেত্রেই ওয়ার্ডের ময়লা পরিবহনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড অফিসকেই প্রদান করা যেতে পারে।

(খ) সকল বাসাবাড়ি বা প্রতিষ্ঠান হতে ময়লা সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে। ময়লা সংগ্রহের বিল নির্ধারণের ক্ষেত্রে এলাকার মানুষের আয় ও ময়লার ধরণ বিবেচনায় নিতে হবে।
(গ) সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মাসিক চাঁদার রশিদ সরবরাহ করা যেতে পারে এবং প্রতি মাসে পুরাতন ওয়ার্ডসমূহ প্রতিটি ভ্যানগাড়ির জন্য ৫০০০/- টাকা ও নতুন ওয়ার্ডসমূহ ৩০০০/- টাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

(ঘ) সংগৃহীত টাকা সরাসরি চালানের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের হিসাবে জমা দিতে হবে। উক্ত অর্জিত অর্থের মাধ্যমে নিয়মিত ভ্যানগাড়ি ও ডাস্টবিন ক্রয় ও বিতরণ করা সম্ভব হবে।

প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার প্রস্তাবগুলো নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বলেন, বিভিন্ন ওয়ার্ডে শ্রমিকের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। একটি ওয়ার্ডে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য ৫জন শ্রমিক খুবই অপ্রতুল। বর্তমানে বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিভিন্ন ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, প্রতিটি ওয়ার্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ইজারা প্রদানের মাধ্যমে পরিচালনা করা যেতে পারে। ফলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবকগণ উক্ত ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাহ কর্মকর্তা বলেন, ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে প্রতিটি ওয়ার্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ইজারার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। সিলেট সিটি কর্পোরেশনেও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ইজারার মাধ্যমে পরিচালনা করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে বিধিমালা প্রনয়ণ করতে হবে। তাছাড়া, প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে একসাথে এ কার্যক্রম পরিচালিত না করে পাইলটিং আকারে ইজারা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। সভাপতি বলেন, প্রতিটি ওয়ার্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড অফিসকেই প্রদান করা যেতে পারে। তাছাড়া, প্রতিটি বাসা বাড়ি বা প্রতিষ্ঠান থেকে বর্জ্য সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে। আপাতত প্রচলিত নিয়মেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিল আদায় করতে হবে। পরবর্তীতে পাইলটিং আকারে কয়েকটি ওয়ার্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম ইজারার মাধ্যমে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ
(ক) প্রতিটি ওয়ার্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড অফিসকেই প্রদান করতে হবে এবং প্রতিটি বাসা বাড়ি বা প্রতিষ্ঠান থেকে বর্জ্য সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে (বাস্তবায়নেঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখা)।

(খ) আপাতত প্রচলিত নিয়মেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিল আদায় করতে হবে। পরবর্তীতে পাইলটিং আকারে কয়েকটি ওয়ার্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম ইজারার মাধ্যমে সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত বিধিমালা প্রনয়ণ করতে হবে (বাস্তবায়নেঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখা)।

২.১৪ আকস্মিক বন্যায় ত্রাণ সামগ্রী ও রান্না করা খাবারের বকেয়া বিল পরিশোধ সংক্রান্ত আলোচনাঃ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, ২০২৪ সালে জুন ও জুলাই মাসে অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পানির ঢলে সিলেট মহানগর এলাকায় ৪ বার আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে বন্যা আক্রান্তদের মাঝে জরুরী ঔষধ, শুকনা খাবার এবং আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে রান্না খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। সাবেক মেয়র জনাব মোঃ আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর মৌখিক নির্দেশনা ও নথিতে অনুমোদনের মাধ্যমে সর্বশেষ ১৮ জুন ২০২৪ হতে ২৩ জুন ২০২৪ পর্যন্ত সিলেট সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে খাবার রান্নার সামগ্রী এবং শুকনা খাবার সংগ্রহ পূর্বক বিতরণ করা বাবদ মোট ৫৬,৫৫,৩৬৯/- (ছাপ্পান্ন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার তিনশত উনসত্তর) টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৪০,০০,০০০/- (চল্লিশ লক্ষ) অগ্রিম উত্তোলন করা হয়েছিল। অগ্রিম সমন্বয় পূর্বক অবশিষ্ট (৫৬,৫৫,৩৬৯-৪০,০০,০০০) =১৬,৫৫,৩৬০/- (ষোল লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার তিনশত ষাট) টাকা বিল পরিশোধের বিষয়ে তিনি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরো বলেন, ঈদের দিন বিকেলে আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে ১৫০টি পাত্রের মাধ্যমে তিন বেলা করে ১৫ দিন খাবার সরবরাহ

করা হয়েছে। তাছাড়া, পণ্যদ্রব্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করা হয়েছে এবং উক্ত দ্রব্যাদি প্রেরণের জন্য কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার নিমিত্ত পিপিআর অনুযায়ী প্রতি ক্ষেত্রে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে পারবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। উক্ত ক্রয় কার্যক্রমটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ৭৬ (১) ধারা অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, অবশিষ্ট ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে আহ্বায়ক করে নিম্নোক্তভাবে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারেঃ

প্রধান প্রকৌশলী, আহ্বায়ক, নির্বাহী প্রকৌশলী (পরিবহন), সদস্য, সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), সদস্য, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সদস্য, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সদস্য সচিব। গঠিত কমিটি কাগজপত্র যাচাই করে আগামী সাত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

সিদ্ধান্তঃ সিলেট সিটি কর্পোরেশনে আকস্মিক বন্যা মোকাবেলায় ক্রয় কার্যক্রম পিপিআর অনুয়ায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই করে আগামী সাত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিবেন।

২.১৫ সিলেট সিটি কর্পোরেশনে বিভিন্ন ওয়ার্ডের স্থায়ী কমিটি গঠন সংক্রান্ত আলোচনাঃ

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০৯ এর ৫০ ধারা অনুযায়ী কর্পোরেশনের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা, মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য ১৪টি স্থায়ী কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। সভায় উক্ত স্থায়ী কমিটিগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্তভাবে স্থায়ী কমিটি গঠন এবং কমিটির কর্মপরিধির বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির গঠন ও কর্ম পরিধি নিম্নরূপঃ

(ক) কমিটির নাম: অর্থ ও সংস্থাপন

ক্রম	নাম ও পদবী	দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ার্ড	কমিটিতে পদবী
১	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট	১০, ১১,১২	সভাপতি
২	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সিলেট	৪,৫,৬	সদস্য
৩	উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট	৭,৮,৯	সদস্য
৪	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা		সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

১। কর্পোরেশনের খসড়া বার্ষিক বাজেট পর্যালোচনা, আয় ও ব্যয় বিশ্লেষণ এবং সাধারণ সভায় উপস্থাপনের সময় উক্ত বিষয়ে যথাযথ সুপারিশ প্রদান ও সংশোধিত সাপ্লিমেন্টারী বাজেট প্রণয়নের ব্যবস্থা করা। অর্থ বৎসর আরম্ভের পূর্বেই আইন অনুযায়ী কর্পোরেশন কর্তৃক বাজেট অনুমোদনের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ।

২। কর্পোরেশনের হিসাব বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কর্পোরেশনের আয় ও ব্যয় পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা। রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের সহিত চিহ্নিত সমস্যাসমূহের সমাধানের উপায় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করা।

৩। রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সহায়তা প্রদান করা।

৪। কর্পোরেশনের বাজেট এবং কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক সেবা প্রদানের স্বার্থে কর প্রদানে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৫। মানবসম্পদ, সাংগঠনিক বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি জোরদারকরণে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা।

৬। কর্পোরেশনের গোচরে আনা প্রয়োজন এমন যে কোনো বিষয় কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় উত্থাপন এবং প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করা।

৭। কর্পোরেশন কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী আর্থিক ও সংস্থাপন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান।

৮। বাজেটের যাবতীয় উৎস সম্বন্ধে পর্যালোচনা এবং অপরিহার্য ও আকস্মিক ব্যয় সম্পর্কিত বিষয়াদির সঠিকভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের সুপারিশ করা।

৯। কর্পোরেশনের স্বার্থে বাজেট বহির্ভূত কোন খরচের বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রদান ।

১০। কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির জন্য বাজেটভুক্ত খাতসমূহ পরিক্ষা নিরীক্ষা করে সুপারিশমালা প্রদান।

সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।

www.scc.gov.bd

১১। বাজেটভুক্ত আয়ের খাতসমূহ হতে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং রাজস্ব আদায়ের হার সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ প্রদান।

১২। কর্পোরেশন নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সিলেট সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯-এর বিধি ৭৪-এর ২য় তপশীল বর্ণিত সকল অথবা যে কোন কর, রেইট, টোল, ফিস আরোপ/বর্ধিত করার সুপারিশ প্রদান।

১৩। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রতি ৫ (পাঁচ) বছর অন্তর অন্তর নতুন করে আরোপ বা সাধারণ এসেসমেন্টের ব্যাপারে বিধি মোতাবেক সুপারিশ প্রদান।

১৪। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত গৃহ/দালান, বাজার নির্মিত হবে, সে ব্যাপারে এসেসমেন্টসহ কর আরোপের সুপারিশ প্রদান এবং

১৫। প্রশাসনিক ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কোন নতুন পদ সৃষ্টি বা বাতিলের বিষয়ে সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে সুপারিশ প্রদান।

(খ) কমিটির নাম: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

ক্রম	নাম ও পদবী	দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ার্ড	কমিটিতে পদবী
১	উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট	৭,৮,৯	সভাপতি
২	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর, সিলেট	১,২,৩	সদস্য
৩	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সিলেট	৪,৫,৬	সদস্য
৪	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন		সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

১। কর্পোরেশন এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা টেকসইকরণে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান।

২। গৃহস্থালীসহ সকল কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ/ অপসারণ/ পৃথকীকরণ, হ্রাসকরণ, পুনঃব্যবহার উপযোগীকরণসহ ল্যান্ডফিল ব্যবস্থাপনা ও চূড়ান্ত পরিত্যজন (যেমন: বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ, সার, বায়োগ্যাস ইত্যাদি) সম্পর্কে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান।

৩। বর্জ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন স্থানে বর্জ্য রাখার পাত্র বা কন্টেইনার স্থাপন এবং সাধারণের ব্যবহার্য সড়ক ও কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন অন্যান্য গণস্থাপনা হতে বর্জ্য সংগ্রহ/অপসারণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখাকে সহায়তা প্রদান।

৪। গৃহস্থালীর বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার, পুনঃব্যবহার উপযোগীকরণসহ পৃথকীকরণ ও নির্ধারিত স্থানে বর্জ্য রাখা এবং যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশ দুষণ রোধ সম্পর্কে নাগরিক ও কমিউনিটির মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ।

৫। যে সকল বিষয়ে (যেমন: পানি দূষিতকরণ রোধ) সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সহিত সমন্বয়ের প্রয়োজন, সে সকল বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সুপারিশ ও সহায়তা প্রদান।

৬। কর্পোরেশন কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭। কর্পোরেশন ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন সকল জনপথ, নর্দমা ও আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট স্থান হতে আবর্জনা সংগ্রহ ও অপসারণ করার বিষয়ে তত্ত্বাবধান ও পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ প্রদান। তবে কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত বাসা বাড়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ইমারতের দখলকারগণ আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থা নিবেন। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান।

(গ) কমিটির নাম: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা

ক্রম	নাম ও পদবী	দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ার্ড	কমিটিতে পদবী
১	পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিলেট	৩৪,৩৫,৩৬	সভাপতি
২	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট	১০,১১,১২	সদস্য
৩	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট সার্কেল, সিলেট।	১৩,১৪,১৫	সদস্য
৪	শিক্ষা/সংস্কৃতি/সমাজ কল্যাণ ও পাঠাগার কর্মকর্তা, সিলেট সিটি	--	সদস্য

	কর্পোরেশন		
৫	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন		সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

১। সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারের সহিত সমন্বয়পূর্বক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে কর্পোরেশনকে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান।

২। আইন, বিধি ও নীতিমালা দ্বারা নির্ধারিত শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান।

৩। কর্পোরেশন এলাকায় কর্পোরেশন স্বীকৃত/পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কুলগামী বয়সী শিশুদের স্কুলে ভর্তি ও নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪। কর্পোরেশনের এলাকায় পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ গণশৌচাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান এবং নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ।

৫। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা/টয়লেট ব্যবহারসহ জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে নাগরিক ও কমিউনিটির মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬। পশু জবাই এবং মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখাকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান।

৭। কসাইখানার সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।

৮। ভেজাল খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রয় প্রতিরোধে/বন্ধে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান।

৯। কর্পোরেশন এলাকায় ইপিআই কর্মসূচিসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা ও সুপারিশ প্রদান।

১০। কর্পোরেশন কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান।

১১। কর্পোরেশন এলাকায় পরিচালিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আর্থিক অনুদান/সাহায্য করার সুপারিশ প্রদান।

১২। আপাতত বলবৎ অন্য কোন বিধি সাপেক্ষে নগরীতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্কুলে যাওয়ার বয়সী সকল ছেলে মেয়ে যাতে স্কুলসমূহে ভর্তি হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদান।

১৩। যোগ্যতা সম্পন্ন মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার উন্নয়নের ব্যবস্থা, অনাথ ও গরীব ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে অথবা স্বল্প মূল্যে পাঠ্য পুস্তকের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে সুপারিশ প্রদান।

১৪। শিক্ষা প্রসারে সমাজ ও জনস্বার্থে তথ্যকেন্দ্র আর্ট গ্যালারী স্থাপন বিষয়ে সুপারিশ প্রদান।

১৫। পাবলিক হল, সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন ও শরীর চর্চা, ব্যয়াম, খেলাধুলায় উৎসাহ দান, র‍্যালী, টুর্নামেন্ট পরিচালনা বিষয়ে সুপারিশ প্রদান।

১৬। নগরীর ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্টপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা, চিত্ত বিনোদনের জন্য সুবিধা প্রদান, দেশীয় সংস্কৃতির অগ্রগতি, উন্নয়ন ও গবেষণা সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান।

১৭। স্বাধীনতা ও অন্যান্য জাতীয় দিবস উদযাপনের ব্যবস্থা, কর্পোরেশনে আগমনকারী বিশিষ্ট মেহমানদের সম্বর্ধনা, জাতীয় ভাষা ব্যবহার ও সমৃদ্ধির উৎসাহ দান বিষয়ে সুপারিশ প্রদান।

১৮। কর্পোরেশন এলাকায় সর্ব সাধারণের জন্য সাধারণ ও ভ্রাম্যমান পাঠাগারের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান।

১৯। নগরীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি মোতাবেক যে কোন পদক্ষেপের সুপারিশ প্রদান।

২০। নগর এলাকায় কোন ইমারত বা জায়গা অস্বাস্থ্যকর বা ক্ষতিকর অবস্থায় থাকলে উহা পরিষ্কার, সংস্কার ও মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উক্ত ইমারত বা জায়গা স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখার জন্য অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ প্রদান।

২১। কর্পোরেশন এলাকায় খোলা পায়খানা, প্রসাবখানা ও অস্বাস্থ্যকর, জনস্বাস্থ্যের হুমকি স্বরূপ যে কোন ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হলে বিধি মোতাবেক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ প্রদান।

২২। কর্পোরেশন এলাকায় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও প্রসাবখানা নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সুপারিশ প্রদান।

সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।

www.scc.gov.bd

২৩। নগর এলাকার মধ্যে জন্ম, মৃত্যু বিবাহ রেজিষ্ট্রি বিষয়ে প্রবিধান অনুযায়ী যথাযথ রেজিষ্ট্রি করার জন্য সুপারিশ প্রদান।

২৪। কর্পোরেশনের বিধি বা প্রবিধান অনুযায়ী নগরীতে সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের ব্যবস্থা, সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রদান।

২৫। কর্পোরেশন প্রয়োজনে বিবেচনা করলে বা সরকারি নির্দেশে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মাতৃসদন এবং মহিলা-শিশু, বালক-বালিকাদের জন্য কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ধাত্রী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, পরিবার পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ প্রদান।

২৬। নগরবাসীর স্বাস্থ্য/পরিবার পরিকল্পনা/জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সম্প্রসারণ কার্যক্রমের সুপারিশ প্রদান এবং

২৭। সরকারি নির্দেশে স্বাস্থ্য কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ প্রদান।

(ঘ) কমিটির নাম: নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

ক্রম	নাম ও পদবী	দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ার্ড	কমিটিতে পদবী
১	নিবাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন অধিদপ্তর, সিলেট	১৯,২০,২১	সভাপতি
২	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট সার্কেল, সিলেট	১৩, ১৪,১৫	সদস্য
৩	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট	১৬, ১৭,১৮	সদস্য
৪	নগর পরিকল্পনাবিদ, সিলেট সিটি কর্পোরেশন		সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

১। নগর এলাকাকে বিভিন্ন জোনে বিভক্তিকরণ, কমিউনিটি পরিকল্পনা, সাইট ডিজাইন চাহিদা, নাগরিক সক্ষমতা, পরিবেশগত ও সামাজিক অবস্থাসহ অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক কর্পোরেশন এলাকায় মহাপরিকল্পনা, উন্নয়ন পরিকল্পনা, উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান ও উত্তম চর্চার ভিত্তিতে নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রম তদারকি, ফুটপাত, রাস্তাঘাট, নালা-নর্দমা, ব্রীজ কালভার্ট উন্নয়ন ও নির্মাণ পরিকল্পনা, ছড়া খনন, পুনঃখননের বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সুপারিশ প্রদান।

২। দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নে জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, ফুটপাত নির্মাণ পরিকল্পনা, প্রাকৃতিক ঐতিহ্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান।

৩। কর্পোরেশন এলাকায় চলমান উন্নয়ন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত যথাযথ অনুসন্ধান নিশ্চিতকরণে সুপারিশ প্রদান।

৪। উন্নয়ন কার্যক্রম অনুমোদন, নকশা সংশোধন এবং জোন পরিবর্তন বা সংশোধন বা অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূমি ও সম্পত্তির উন্নয়ন বিষয়ে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান।

৫। কমিউনিটি সভা বা অন্যান্য উপায়ে তথ্য সংগ্রহপূর্বক কর্পোরেশন এলাকায় মহাপরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা ও তদারকিকরণে সুপারিশ প্রদান।

৬। কমিউনিটি ও নাগরিক চাহিদা নিশ্চিতকরণে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান।

৭। কর্পোরেশন কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান।

৮। নগরীর ইতিহাস, পরিসংখ্যান, জনকল্যাণমূলক এবং অন্যান্য নির্ধারিত বিষয়াদির জরিপের সুপারিশ প্রদান।

৯। নগরীর কোন এলাকার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, নগরীর মধ্যে কোন এলাকার জমির উন্নয়ন সাধন, ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ সম্পর্কে বিধি নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ প্রদান। এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ধারা-১১৬, ১১৭, ১১৯ ও ১২০ মোতাবেক পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রদান।

১০। সিলেট নগরীতে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করার সুপারিশ প্রদান।

১১। কর্পোরেশনের কোন বিশেষ কার্যাবলী উন্নয়নের সুপারিশ প্রদান।

১২। রাস্তাঘাট সহ উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সংগ্রহে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান।

১৩। কর্পোরেশনের নিজস্ব উন্নয়ন খাত হতে সম্পূর্ণ বা কিয়দংশ কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারি নির্দেশ প্রাপ্ত হলে সুপারিশ প্রদান।

১৪। কর্পোরেশন আইনের ১৪৭ ও ১৪৮ ধারা মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বাণিজ্যিক প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ প্রদান।

১৫। কমিটি কর্পোরেশনের স্বার্থে নগরীর সংশ্লিষ্ট যে কোন উন্নয়ন কর্মকান্ডের স্বল্প/মধ্য/দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ প্রদান।

১৬। জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাদ্যদ্রব্য আমদানী/বাজারজাতকরণ/বিক্রয় নিষিদ্ধ এবং আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান করবে।

(ঙ) কমিটির নাম: হিসাব নিরীক্ষা ও রক্ষণ

ক্রম	নাম ও পদবী	দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ার্ড	কমিটিতে পদবী
১	সহকারী বন সংরক্ষক, বন বিভাগ, সিলেট	৩৭,৩৮,৩৯	সভাপতি
২	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট	১০, ১১,১২	সদস্য
৩	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট	১৬, ১৭,১৮	সদস্য
৪	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন		সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

১। কর্পোরেশনকে নাগরিকদের প্রতি অধিকতর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি বিধি-বিধান, নির্দেশনা ও প্রচলিত উত্তম চর্চা অনুসারে সকল আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা ও হিসাব সংরক্ষণ ও ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান।

২। আইন ও বিধি-বিধান অনুসারে কর্পোরেশনের হিসাব সংরক্ষণে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান।

৩। কর্পোরেশনের আয় ব্যয়ের উৎসসমূহের নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং সুপারিশ বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা।

৪। নিরীক্ষায় আপত্তিকৃত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা ও এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং পরবর্তী কার্যক্রম ও নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান।

৫। কর্পোরেশন কর্তৃক অনুসৃত হিসাব-নীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা করা।

৬। কর্পোরেশনের সকল আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ এবং নাগরিক ও কমিউনিটির জন্য তথ্য প্রাপ্তি সহজতর করার বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান।

৭। কর্পোরেশনের আর্থিক ও হিসাবসংক্রান্ত বিষয়কে প্রভাবিত করে এমন অন্যান্য বিষয়ে কর্পোরেশন কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান।

৮। প্রতি অর্থ বৎসর শেষে কর্পোরেশনের আয় ব্যয়ের একটি বার্ষিক বিবরণী বিধি মোতাবেক প্রণয়ন করতে হবে এবং উহা পরবর্তী অর্থ বৎসরে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রয়োজনে সরকারের নিকট প্রেরণের সুপারিশ প্রদান।

৯। প্রত্যেক বৎসর কর্পোরেশনের আয় ব্যয়ের হিসাব বাংলাদেশ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক দপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সুপারিশ প্রদান।

১০। কর্পোরেশনের হিসাব নিরীক্ষা শেষে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে মহাহিসাব নিরীক্ষক কর্পোরেশন বরাবরে যে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে তা প্রতিকারের জন্য পর্যালোচনাপূর্বক জবাব প্রেরণের প্রয়োয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান এবং

১১। কমিটি কর্পোরেশনের হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষার সঠিকতার প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে।

(চ) কমিটির নাম: নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ

ক্রম	নাম ও পদবী	দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ার্ড	কমিটিতে পদবী
১	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সিলেট	৪,৫,৬	সভাপতি
২	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর, সিলেট	১,২,৩	সদস্য
৩	উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট	৭,৮,৯	সদস্য
৪	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন		সদস্য সচিব

সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।

www.scc.gov.bd

কমিটির কর্মপরিধি:

১। কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনা, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসারে অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত সকল বিষয় তদারকি ও সুপারিশ প্রদান।

২। অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত আবেদনের বিষয়ে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান।

৩। কর্পোরেশন এলাকার ভৌত অবকাঠামোর বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও উন্নয়নে সুপারিশ প্রদান।

৪। কর্পোরেশন এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণে পঞ্চবার্ষিক এবং বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান।

৫। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত অবকাঠামো নির্মাণ কাজে সমন্বয় ও সহায়তা প্রদান।

৬। কর্পোরেশন এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭। ঝুকিপূর্ণ বা অস্বাস্থ্যকর অবকাঠামো অপসারণ এবং স্থানান্তরের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৮। কর্পোরেশন এলাকায় নির্মাণ, সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ কার্যাদি তদারকি, বিশেষ করে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিল্ডিং কোড এবং অবকাঠামো নির্মাণে সংশ্লিষ্ট আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে সুপারিশ প্রদান।

৯। কর্পোরেশনের অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে এমন অন্যান্য বিষয়ে কর্পোরেশন কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান।

(ছ) কমিটির নাম: পানি ও বিদ্যুৎ

ক্রম	নাম ও পদবী	দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ার্ড	কমিটিতে পদবী
১	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট	১৬,১৭,১৮	সভাপতি
২	নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন অধিদপ্তর, সিলেট	১৯,২০,২১	সদস্য
৩	অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট	২২,২৩,২৪	সদস্য
৪	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জালালাবাদ গ্যাস টি এন্ড ডি সিস্টেম লিঃ, সিলেট	--	সদস্য
৫	সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), সিলেট সিটি কর্পোরেশন		সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

১। পানি দূষিতকরণ রোধ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে সার্বিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে সুপারিশ ও পরামার্শ প্রদান।

২। কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসকারী নাগরিকদের পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের সুপারিশ প্রদান।

৩। বিদ্যমান পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান।

৪। নাগরিকদের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাসমূহের সহিত কর্পোরেশনের যোগাযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সুপারিশ, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান।

৫। নিয়মিত পানি ও বিদ্যুৎ বিল প্রদানে নাগরিকদের উৎসাহিতকরণ।

৬। কর্পোরেশনের পানি, বিদ্যুৎ ও পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে প্রভাবিত করে এমন অন্যান্য বিষয়ে কর্পোরেশন কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান।

৭। সড়ক বাতি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে পরামর্শ প্রদান।

৮। কর্পোরেশন প্রয়োজন বিবেচনা করলে অথবা সরকারের নির্দেশে পানি সরবরাহ, সঞ্চয় ও বিতরণের জন্য বিধি মোতাবেক পানি সরবরাহ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রদান।

৯। কর্পোরেশন এলাকার অভ্যন্তরে বেসরকারিভাবে সংগৃহীত সকল পানির উৎস প্রয়োজনে কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণাধীন রাখার সুপারিশ প্রদান।

১০। নগর এলাকায় যে কোন পানির উৎস বা সংগৃহীত পানি পানের অনুপযুক্ত বলে কর্পোরেশন সাব্যস্ত করলে ইহা প্রতিরোধের জন্য বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান।

১১। সরকারের পূর্বানুমোদনে কর্পোরেশন প্রয়োজন মনে করলে ব্যক্তি মালিকানাধীন নয় এবং নগরীর মধ্যে অবস্থিত এরূপ সকল পানির উৎস ঝর্ণা, দিঘী, পুকুর ও ধারা অথবা উহার কোন অংশকে জনসাধারণ কিংবা জনস্বার্থে জলাধার হিসেবে ঘোষণা করার সুপারিশ প্রদান।

১২। কর্পোরেশন প্রবিধান অনুযায়ী কোন সরকারি কিংবা কর্পোরেশনের মালিকানাধীন জলাধারে আমোদ প্রমোদ বা বিনোদনের নিমিত্ত আইনের বিধান সাপেক্ষে উহার উন্নয়ন ও সংস্কার করার ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান।

১৩। কর্পোরেশন নগর এলাকায় তার নিয়ন্ত্রণাধীন রাস্তায় বা কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত সর্বসাধারণের ব্যবহার্য অন্যান্য স্থানসমূহকে যথাযথভাবে আলোকিত করার ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান।

১৪। কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাস্তায় আলোকিতকরণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার সুপারিশ প্রদান।

১৫। কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোন রাস্তায় বিদ্যুৎ লাইন ও আলোকিতকরণের প্রকল্প গ্রহণের ব্যাপারে বিদুৎ বিভাগের প্রচলিত বিধি বিধান অনুসরণ করে বিদুৎ লাইন স্থাপন ও আলোকিতকরণের সুপারিশ প্রদান এবং

১৬। কমিটি পানির জন্য নির্ধারিত ব্যয় পরীক্ষাপূর্বক পানির বিল নির্ধারণ এবং আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ এতদসংক্রান্ত প্রবিধান পর্যালোচনায় সুপারিশ করতে পারবে।

(জ) কমিটির নাম: সমাজকল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার

ক্রম	নাম ও পদবী	দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ার্ড	কমিটিতে পদবী
১	উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, সিলেট অঞ্চল, সিলেট	২৮,২৯,৩০	সভাপতি
২	বিভাগীয় উপপরিচালক, বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, সিলেট	৩১,৩২,৩৩	সদস্য
৩	সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট	২৫,২৬,২৭	সদস্য
৪	বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন		সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

১। কর্পোরেশন এলাকায় বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধি/ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন জনগোষ্ঠি, মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য অসহায় জনগোষ্ঠির জন্য সরকারের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।

২। নাগরিক হয়রানি বন্ধে তদারকিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সুপারিশ প্রদান।

৩। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি ও দারিদ্র বিমোচন কৌশল প্রণয়নে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান।

৪। সমাজকল্যাণ কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র, এতিমখানা, বৃদ্ধাশ্রম, দুঃস্থ নিবাস নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান।

৫। কর্পোরেশন এলাকায় কিশোর অপরাধ, মাদকদ্রব্য সেবন, অবৈধভাবে নেশা জাতীয় দ্রব্য বিক্রি, পতিতাবৃত্তি ও অন্যান্য সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান।

৬। সমাজসেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে এনজিওদের সহিত সমন্বয়পূর্বক স্বেচ্ছাসেবক তৈরিতে/গঠনে সহায়তা প্রদান।

৭। কমিউনিটির চাহিদা বিবেচনায় অভাবগ্রস্থ ও স্বল্প আয়ের নাগরিকদের সামাজিকসেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে তহবিল গঠনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সহায়তা প্রদান।

৮। অসহায় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান।

৯। অসহায় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির ক্ষমতায়ন ও তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।

১০। নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সৃষ্টিতে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান।

১১। কমিউনিটি সেন্টার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান।

১২। নগরীতে মৃত বেওয়ারিশ, নিঃস্ব ব্যক্তিদের লাশ দাফন ও দাহ করার বিষয়ে কর্পোরেশন কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনে কবরস্থান ও শশ্মানঘাট নির্মাণের সুপারিশ প্রদান।

সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।

www.scc.gov.bd

১৩। নারী শিশু ও পশ্চাৎপদ শ্রেণীর জনসাধারণের কল্যাণ সাধন ও তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সুপারিশক্রমে সেবার জন্য স্বাস্থ্যসেবক, সেচ্ছাসেবী সংগঠন গঠন করাসহ সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান।

১৪। নগরীর বিভিন্ন এলাকায় পরিচালিত বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত সেন্টারসমূহ সরকারি বিধি মোতাবেক স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে নির্মিত, ব্যবহৃত এবং পরিচালনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান করতে পারবে।

(ঝ) কমিটির নাম: পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি

ক্রম	নাম ও পদবী	দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ার্ড	কমিটিতে পদবী
১	সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট	২৫,২৬,২৭	সভাপতি
২	অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট	২২,২৩,২৪	সদস্য
৩	উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, সিলেট অঞ্চল, সিলেট	২৮,২৯,৩০	সদস্য
৪	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন		সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

১। কর্পোরেশন এবং সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান।

২। পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান।

৩। বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ও পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণসহ পরিবেশ সংরক্ষণে নির্দেশনা প্রদান।

৪। পার্ক, খেলার মাঠ ও সড়ক উন্নয়নে পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান।

৫। কমিউনিটিকে সংঘবদ্ধকরণ এবং তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্পোরেশন এলাকায় পুকুর, খাল, জলাধার, টিলা, ইত্যাদি নির্মাণ ও সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান এবং

৬। কর্পোরেশন এলাকায় পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়কে প্রভাবিত করে এমন অন্যান্য বিষয়ে কর্পোরেশন কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করতে পারবে।

(ঞ) কমিটির নাম: ক্রীড়া ও সংস্কৃতি কমিটি

ক্রম	নাম ও পদবী	দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ার্ড	কমিটিতে পদবী
১	বিভাগীয় উপপরিচালক, বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, সিলেট	৩১,৩২,৩৩	সভাপতি
২	সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট	২৫,২৬,২৭	সদস্য
৩	নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন অধিদপ্তর, সিলেট	১৯,২০,২১	সদস্য
৪	শিক্ষা/সংস্কৃতি/সমাজ কল্যাণ ও পাঠাগার কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন	--	সদস্য
৫	লাইসেন্স কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন		সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

১। কর্পোরেশন এলাকায় ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিধি-বিধান, নীতিমালা, কৌশল ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান।

২। কর্পোরেশন এলাকায় ঐতিহাসিক স্থাপনা বা নিদর্শন, প্রাকৃতিক জলাধার এবং প্রত্নতাত্তিক নিদর্শন সংরক্ষণে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান।

৩। উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি গ্রহণের জন্য ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থানীয় গোষ্ঠি/সংগঠনের সহিত অংশীদারিত্বের উন্নয়ন, প্রসার এবং আর্থিক সহায়তার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তা প্রদান।

৪। যাদুঘর, আর্ট গ্যালারি, পাবলিক হল ও কমিউনিটি সেন্টার, পার্ক ও খেলার মাঠ স্থাপনসহ ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক অবকাঠামো স্থাপনে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান।

৫। খেলাধুলা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চিত্তবিনোদন, শরীর চর্চা ও ক্রীড়ার প্রতি নাগরিকদের উৎসাহিতকরণ।

৬। কর্পোরেশন এলাকায় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনে সহায়তা প্রদান।

৭। বৈশাখী মেলা, পৌষ মেলা, নবান্ন উৎসব, ইত্যাদি অনুষ্ঠান আয়োজনে সহায়তা প্রদান।

৮। বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের সহিত যোগাযোগ রক্ষা এবং নির্বিঘ্নে সকল ধর্ম পালনের পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান।

৯। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে কর্পোরেশন কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করতে পারবে।

(ট) কমিটির নাম: জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কমিটি

ক্রম	নাম ও পদবী	দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ার্ড	কমিটিতে পদবী
১	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট সার্কেল, সিলেট	১৩, ১৪,১৫	সভাপতি
২	উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, সিলেট অঞ্চল, সিলেট	২৮,২৯,৩০	সদস্য
৩	পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিলেট	৩৪,৩৫,৩৬	সদস্য
৪	আঞ্চলিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন (সকল)	--	সদস্য
৫	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন		সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

১। জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম শতভাগে উন্নীতকরণে পরামর্শ প্রদান।

২। সকল সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং মাতৃসদনে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে বাধ্যতামূলক জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান।

৩। বিভিন্ন উদ্দীপনামূলক কর্মসূচি (যথা: কর্পোরেশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ বাধ্যতামূলককরণ) এবং জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে সচেতনতা সৃষ্টিতে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান।

৪। জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কিত মিথ্যা ও ভুয়া তথ্য প্রদান বন্ধে সুপারিশসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সুপারিশ প্রদান।

৫। কর্পোরেশন এলাকায় জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে কর্পোরেশন কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করতে পারবে।

(ঠ) কমিটির নাম: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্রম	নাম ও পদবী	দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ার্ড	কমিটিতে পদবী
১	বিভাগীয় উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, সিলেট	৪০,৪১,৪২	সভাপতি
২	বিভাগীয় উপপরিচালক, বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, সিলেট	৩১,৩২,৩৩	সদস্য
৩	সহকারী বন সংরক্ষক, বন বিভাগ, সিলেট	৩৭,৩৮,৩৯	সদস্য
৪	সহকারী প্রকৌশলী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন		সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

১। কর্পোরেশন এলাকার সড়ক ও সড়কের সংযোগস্থলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, পার্কিং এলাকা ও উহার ব্যবহার, সাইকেল ও পথচারী চলাচলের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান।

২। সড়ক নিরাপত্তাসহ পরিবহন ব্যবস্থা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকি ও পরামর্শ প্রদান।

৩। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহিত সমন্বয়পূর্বক সিটি কর্পোরেশনের কার্যপরিধির মধ্যে পরিবহন ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিমালা, পরিকল্পনা ও পদ্ধতি প্রণয়নে পরামর্শ প্রদান।

৪। সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণে সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগ/শাখাকে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।

৫। বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থার সহিত সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখাকে সহায়তা প্রদান।

৬। যোগাযোগ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে কর্পোরেশন কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করতে পারবে।

(ড) কমিটির নাম: যোগাযোগ বিষয়ক কমিটি

ক্রম	নাম ও পদবী	দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ার্ড	কমিটিতে পদবী

সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।

www.scc.gov.bd

১	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর, সিলেট	১,২,৩	সভাপতি
২	পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিলেট	৩৪,৩৫,৩৬	সদস্য
৩	বিভাগীয় উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, সিলেট	৪০,৪১,৪২	সদস্য
৪	শিক্ষা/সংস্কৃতি/সমাজ কল্যাণ ও পাঠাগার কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন		সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন তদারকিকরণে সুপারিশ প্রদান।

২। কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত জরুরি ও অন্যান্য সেবা কার্যক্রমে সমন্বয় নিশ্চিতকরণ।

৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে কমিউনিটি ও নাগরিকদের সম্পৃক্ত করে যৌথভাবে সতর্কতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

৪। দুর্যোগ মোকাবেলা বিষয়ে কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও কর্মচারীদের জন্য সেমিনার এবং প্রশিক্ষণ আয়োজনে সুপারিশ ও সহায়তা প্রদান।

৫। দুর্যোগের সময় কর্পোরেশনে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপনে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।

৬। দুর্যোগ পূর্ববর্তী, দুর্যোগ পরবর্তী ও দুর্যোগের সময় বিভাগীয়/জেলা প্রশাসনের সহিত যোগাযোগ করে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান।

৭। দুর্যোগের সময় ঝুকিতে থাকা লোকজনকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তা প্রদান।

৮। দুর্যোগে আহত লোকদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদানে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।

৯। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান এবং

১০। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে কর্পোরেশন কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করতে পারবে।

(ঢ) কমিটির নাম: বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ কমিটি

ক্রম	নাম ও পদবী	দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ার্ড	কমিটিতে পদবী
১	অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট	২২,২৩,২৪	সভাপতি
২	বিভাগীয় উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, সিলেট	৪০,৪১,৪২	সদস্য
৩	সহকারী বন সংরক্ষক, বন বিভাগ, সিলেট	৩৭,৩৮,৩৯	সদস্য
৪	বাজার তত্ত্বাবধায়ক, সিলেট সিটি কর্পোরেশন		সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

১। কর্পোরেশন এলাকার বিভিন্ন বাজারে ও দোকানে ভোক্তা অধিকারকে প্রভাবিত করে এমন পণ্য এবং সেবার মূল্য ও মান নিয়ন্ত্রণে তদারকিকরণ ও সুপারিশ প্রদান।

২। ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আচরণ তদারকিকরণ ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সুপারিশ প্রদান।

৩। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে তথা পণ্য/সেবার সঠিক মান ও পরিমাণ নিশ্চিতকরণে মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা প্রদান।

৪। বাজারমূল্য ও পণ্যের মান সম্পর্কে ভোক্তাদের মতামত গ্রহণ এবং উক্ত মতামত যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশসহ কর্পোরেশনের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ।

৫। বাজার/দোকানের দৃশ্যমান স্থানে দ্রব্যের মূল্য তালিকা প্রদর্শন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং

৬। কর্পোরেশন এলাকায় পণ্য/সেবার মূল্য ও মান এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত অন্যান বিষয়ে কর্পোরেশন কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান।

২.১৬ বিবিধ আলোচনাঃ

(ক) Mayor's Initiative for Sutainable Achievement and Development (MISAD)-১ কর্মসূচি বাস্তবায়নের নিমিত্ত আলোচনাঃ

শিক্ষা/সংস্কৃতি/সমাজ কল্যাণ ও পাঠাগার কর্মকর্তা বলেন, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রান্তিক যুব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ার লক্ষ্যে বিগত ২৩/৪/২০২৪ খ্রি. তারিখে সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং হোয়াইট পার্ল টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, উপশহর সিলেট-এর যৌথ উদ্যোগে Mayor's Initiative for Sustainable Achievement and Development (MISAD)-১ কর্মসূচির মাধ্যমে যুবদের Caregiving বিষয়ে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত কর্মসূচি পরিচালনার প্রাক্কলিত ব্যয় ৮,০৯,৭০০/- (আট লক্ষ নয় হাজার সাতশত) টাকা। এর মধ্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ৫০% এবং বাকি ৫০% হোয়াইট পার্ল কর্তৃপক্ষ বহন করবেন।

বিগত ২৩/৪/২০২৪ খ্রি. তারিখে প্রথম ব্যাচ পরিচালনার ব্যয় অনুমোদন করা হয় এবং একই দিন হোয়াইট পার্ল টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার-এর সাথে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৫/০৫/২০২৪ খ্রি. তারিখে সিটি কর্পোরেশনের সচিবকে আহ্বায়ক করে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ কমিটি এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে আহ্বায়ক করে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও হোয়াইট পার্ল টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, উপশহর, সিলেট এর নির্বাহী পরিচালক এর যৌথ স্বাক্ষরে সোনালী ব্যাংক পিএলসি, সিলেট সিটি কর্পোরেশন শাখায় একটি যৌথ ব্যাংক হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত হয়। তাছাড়া, নির্ধারিত সময়ে আবেদন করা ৮৪ জন প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষা বিগত ২৫/০৫/২০২৪ খ্রি. তারিখে গ্রহণ করা হয়। ৩০/০৫/২০২৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত মৌখিক পরীক্ষা শেষে উত্তীর্ণ ২৪ জন শিক্ষার্থী এই কোর্সে ভর্তি হন। ১/৭/২০২৪ খ্রি. তারিখে হোয়াইট পার্ল টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে ক্লাস শুরু হয়। ইতোমধ্যে প্রথম ব্যাচের ৩৬০ ঘণ্টা ক্লাস সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থীদের সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৫ দিনের ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রসঙ্গত, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর তৃতীয় তফসিলের ২৭ (চ) ধারায় বলা হয়েছে- 'কর্পোরেশন সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।' যেহেতু (MISAD)-১ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের কেয়ারগিভার ভিসায় বিভিন্ন দেশে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হবে- তাই এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। সভাপতি পিপিআর ২০০৮ এর বিধি বিধান অনুযায়ী ব্যয় কার্যক্রম সম্পাদন করার শর্ত সাপেক্ষে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অংশের ৪,০৪,৮৫০/- (চার লক্ষ চার হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকা পরিশোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত: পিপিআর ২০০৮ এর বিধি বিধান অনুযায়ী ব্যয় কার্যক্রম সম্পাদন করার শর্ত সাপেক্ষে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অংশের ৪,০৪,৮৫০/- (চার লক্ষ চার হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকা পরিশোধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (বাস্তবায়নে: শিক্ষা শাখা ও হিসাবরক্ষণ শাখা)।

(খ) জননেত্রী শেখ হাসিনা শিশু পার্ক এর নাম পরিবর্তন করে এম সাইফুর রহমান শিশু পার্ক নামকরণ বিষয়ক আলোচনাঃ

প্রধান প্রকৌশলী জানান, সিলেট সিটি কর্পোরেশন হতে "এম সাইফুর রহমান শিশু পার্ক" নির্মাণের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে স্মারক নং শাখা-৯/এল-৯৯/২০২৪/৩২৪, তারিখ: ২৯/০৫/২০০৫ এর মাধ্যমে সিলেট হবিনন্দি মৌজার জে.এল. নং ১০৭ এ ৩.৭৭ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত জমি শুধু "এম সাইফুর রহমান শিশু পার্ক" নির্মাণের জন্য ব্যবহার করতে হবে মর্মে শর্ত প্রদান করা হয়। বর্ণিত জায়গায় সিলেট সিটি কর্পোরেশন "এম সাইফুর রহমান শিশু পার্ক" নির্মাণের জন্য ১৭.২৫৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০৬ সালে একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে "সিলেট সিটি কর্পোরেশনে এম সাইফুর রহমান শিশু পার্ক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রদান করা হয়।

গত ৪/৩/২১৮ তারিখে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এমপি, পার্কটির নাম "জননেত্রী শেখ হাসিনা শিশু পার্ক" নামে ঘোষণা দেয়ার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে আনুষ্ঠানিক অনুমতি নেওয়ার নিমিত্ত তৎকালীন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মহোদয়কে ডিও পত্র প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সম্মতির প্রেক্ষিতে পার্কটির নাম "জননেত্রী শেখ হাসিনা শিশু পার্ক" হিসেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে অনুমোদন প্রদান

করা হয়েছিল। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে পার্কটি ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হলে ইজারাদার পার্কটি চালু রাখা অবস্থায় গত ০৫ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দেশ ত্যাগের দিন এলাকার জনগণ পার্কের গেইটসহ গেইটের দুই পার্শ্বের বিল্ডিং ও ইজারাদারের অফিসের বিভিন্ন মালামাল ভাংচুর করেন। বর্তমানে জনরোষের কারণে এ নামে পার্কটি চালু করা যাচ্ছে না।

এদিকে "এম সাইফুর রহমান শিশু পার্ক" নামে জমির মূল্য বাবদ সিটি কর্পোরেশন হতে ১.৩৬৭০৯৫ কোটি টাকা গণপূর্ত বিভাগকে পরিশোধ করা হয়েছিল কিন্তু জমি এখনো রেজিষ্ট্রি করা হয়নি। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের নিমিত্ত স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের জন্য সভায় ঐক্যমত পোষণ করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ জননেত্রী শেখ হাসিনা শিশু পার্ক এর নাম পরিবর্তন করে এম সাইফুর রহমান শিশু পার্ক নামকরণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে (বাস্তবায়নেঃ প্রকৌশল শাখা)।

(গ) প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক উপস্থাপিত প্রকৌশল বিভাগের কার্যক্রম অবহিতকরণ সংক্রান্ত আলোচনাঃ

(১) পানি সরবরাহ কাজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য e-GP এর LTM পদ্ধতিতে ৯১,৪২,৩২৪/-(একানব্বই লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার তিনশত চব্বিশ) টাকার দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

(২) LTM এ আহবানকৃত দরপত্রের ক্ষেত্রে e-GP system এ লটারীর মাধ্যমে ঠিকাদার নির্বাচিত করে চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর কাজ শুরু করা পর্যন্ত জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ (পাম্প হাউজ, পানির লাইনের মটর উঠানো নামানো, প্যানেল বোর্ডের বৈদ্যুতিক কাজ, ট্রান্সফরমার রক্ষণাবেক্ষণ, লিকেজ মেরামত ইত্যাদি) কাজ ৯,৯৮,৪৭৯/-(নয় লক্ষ আটানব্বই হাজার চারশত উনআশি) টাকা ডিপিএম পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করার অনুমতি প্রদানের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

(৩) কুশিঘাট সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ফ্লোটিং পন্টুন ইউনিট এর কাজ, পন্টুনকে যথাস্থানে ধরে রাখার জন্য নোঙ্গর ও চেইন ক্রয়ের নিমিত্ত ৯,৫৩,২২৩/- (নয় লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার দুইশত তিন) টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত কাজের বিল পরিশোধ করার অনুমোদন প্রদানের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

(৪) ৪২টি পাম্প হাউজের নষ্ট মটরগুলোর মধ্যে ১৫টি মটর মেরামতের কাজ ৯,৮০,৩১৭/- (নয় লক্ষ আশি হাজার তিনশত সতেরো) টাকা ডিপিএম পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করার অনুমতি প্রদানের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

(৫) অভিযান চলাকালীন সময়ে যেসব গ্রাহককে বকেয়া বিল, অনুমোদনহীন পানির সংযোগের বিল ও নলকুপ স্থাপনের বিল প্রদান করা হয় তাদেরকে যথাসময়ে বিল পরিশোধে তাগাদা প্রদান এবং পানি সরবরাহ সংক্রান্ত অভিযোগ সরাসরি জানানোর নিমিত্তে ব্যক্তিগত মোবাইল ব্যবহার না করে হটলাইন এর জন্য ১৩,৯৯৯/- (তের হাজার নয় শত নিরানব্বই) টাকার মধ্যে ১টি মোবাইল সেট নতুন নাম্বারসহ ক্রয় করে ব্যবহার করার বিষয়ে অনুমতি প্রদানের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

(৬) ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ২০ MLD এর হাইলিফট পয়েন্টে ১২০ অশ্বক্ষমতা সম্পন্ন ৪টি মটরের মধ্যে ৩টি মটর মেরামতের কাজ ৪,৯৩,৪৫০/- (চার লক্ষ তিরানব্বই হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকা ডিপিএম পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করার অনুমতি প্রদানের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

(৭) আরএফকিউ পদ্ধতিতে ৯নং ওয়ার্ডের মরহুম আবদুর রহমান জামে মসজিদে ১টি, মরহুম আনোয়ারা বেগম মহিলা মাদ্রাসায় ১টি ও আখালিয়াঘাটে ১টি টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য ৯,৯০,২২৫/- (নয় লক্ষ নব্বই হাজার দুইশত পঁচিশ) টাকার চুক্তিপত্র সম্পাদন করার অনুমতি প্রদানের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

(৮) অভিযানকালীন দেখা যায় ২০নং ওয়ার্ডের লাকরীপাড়ায় মুনমুন মহিলা হোষ্টেলে ৩টি, ৩/৪ ইঞ্চি সাইজের সংযোগের বৈধ কাগজপত্র রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ২টি ১ইঞ্চির সংযোগ রয়েছে। বর্তমানে কোন ১ইঞ্চি সংযোগ দেয়া না হলেও যেহেতু ১ইঞ্চি সংযোগ বিদ্যমান রয়েছে তাই রাস্তা কেটে সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করে ১ইঞ্চি সংযোগের সংযোগ ফি সহ বকেয়া আদায়ের নিমিত্তে চালান প্রদানের বিষয়ে অনুমতি প্রদানের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

(৯) টিবি গেইট পাম্প হাউজের প্যানেল বোর্ডে ইলেকট্রিক প্রটেক্টিভ ডিভাইস স্থাপন, আর্থিং তার স্থাপন, ট্রান্সফরমারে লাইটিং এরেস্টার স্থাপন ইত্যাদি বাবদ ৩,৭৩,৫৯০/- (তিন লক্ষ তিহাত্তর হাজার পাঁচশত নব্বই) টাকার কাজ DPM-এ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(১০) পানি সরবরাহ শাখার বকেয়া বিল আদায়, অনুমোদনহীন পানির সংযোগ ও নলকুপ চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে ০৮টি টিমে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। অভিযানকালীন অনুমোদনহীন পানির সংযোগ ও নলকুপের ক্ষেত্রে অনুমোদন ফি ও বকেয়া/নবায়ন ফি সহ চালান দেয়া হয়। পরবর্তীতে কোন কোন গ্রাহক বিশেষ করে নলকুপের ক্ষেত্রে নবায়ন ফি মওকুফ চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে যৌক্তিক বিবেচনায় নবায়ন ফি আংশিক মওকুফের অনুমতি প্রদানের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

(১১) সিলেট সিটি কর্পোরেশনের কুইটুক ট্রিটমেন্ট প্লান্টের পানি বিশুদ্ধ করণের জন্য কোটেশনের মাধ্যমে প্রতি কেজি ৬৭/- টাকা দরে ১২,০০০ কেজির ফিটকিরি ক্রয় বাবদ ৮,০৪,০০০/- (আট লক্ষ চার হাজার) টাকার প্রয়োজন হয়। সরবরাহ শেষে ইতিমধ্যে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা বিল পরিশোধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩,০৪,০০০/- (তিন লক্ষ চার হাজার) টাকা বিল পরিশোধের অনুমতি প্রদানের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

(১২) কুইটুক ট্রিটমেন্ট প্লান্টের ২০ MLD ও ৪ MLD অংশের ১২০ HP মোটর ১টি, ৬০ HP মোটর ২৯২টি, ৭.৫ HP মোটর ২টি, ১ HP মোটর ৩টি মেরামতসহ বিভিন্ন বৈদ্যুৎতিক কাজ বাবদ ৪,৭২,২৯৭/- (চার লক্ষ বাহাত্তর হাজার দুই শত সাতানব্বই) টাকার কাজ বাবদ DPM-এ বাস্তবায়নের নিমিত্তে মেসার্স ওয়ান মিডিয়ার সহিত চুক্তি স্বাক্ষরের নিমিত্ত সভায় উপস্থাপন করা হয়।

(১৩) সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্মাণাধীন ধোপাদিঘী মার্কেটে একটি ৩ ইঞ্চি × ৬ ইঞ্চি Deep Tube well এবং রেলওয়ে স্টেশন পাবলিক টয়লেট, ডায়বেটিক হাসপাতাল পুরানলেন, রিকাবীবাজার কাঁচা বাজার (সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ইজারপ্রদানকৃত) এবং উত্তর সুরমা বাস টার্মিনাল পাবলিক টয়লেট (সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ইজারপ্রদানকৃত)-০৪টি ২ ইঞ্চি × ৫ ইঞ্চি গভীর নলকূপ স্থাপনের নিমিত্তে উপস্থাপিত প্রাক্কলন ১৮,১৬,৩২০/- (আটারো লক্ষ ষোল হাজার তিনশত বিশ) টাকা অনুমোদন পূর্বক পিপিআর, ২০০৮ এর ৬১ (১) (২) (৪) ধারা মোতাবেক OTM-এ টেন্ডার আহবানের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

(১৪) সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১, ৩, ৪, ৫, ৯, ১১, ১৪, ২১, ২২, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪১নং ওয়ার্ড সমূহের রাস্তা ও ড্রেন প্রশস্থ করার লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক পোল, ও বৈদ্যুতিক লাইন ও ট্রান্সফরমার নিরাপদ দূরত্বে স্থানান্তরের জন্য ২,০৯,৪১,১১০/- (দুই কোটি নয় লক্ষ একচল্লিশ হাজার একশত দশ) টাকার প্রাক্কলন তৈরি করা হয়েছে। এ কাজে খুটির সংখ্যা ৮৩৬টি, রাস্তার দৈর্ঘ্য ২৫.০৫কি:মি:, রাস্তার সংখ্যা ২৩টি, সিটি কর্পোরেশনের ষ্ট্রীট লাইটের খুটির সংখ্যা ৮৭টি।

আরেকটি গ্রুপে ৩, ৪, ৭, ৮, ১২, ১৩, ১৪, ২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৮, ২৯, ৩৫, ৩৬, ৩৯নং ওয়ার্ড সমূহের বিভিন্ন রাস্তা ও ড্রেন প্রশস্থ করার লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক পোল, বৈদ্যুতিক লাইন ও ট্রান্সফরমার নিরাপদ দূরত্বে স্থানান্তরের জন্য ১,৫৮,৯৮,৮৫৫/-(এক কোটি আটান্ন লক্ষ আটানব্বই হাজার আটশত পঞ্চান্ন) টাকার প্রাক্কলন তৈরি করা হয়েছে। এ কাজে খুটির সংখ্যা ৭৩৩টি, রাস্তার দৈর্ঘ্য ২১.০৬কি:মি:, রাস্তার সংখ্যা ২৮টি, সিটি কর্পোরেশনের ষ্ট্রীট লাইটের খুটির সংখ্যা ২৮টি।

সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।

www.scc.gov.bd

পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী OTM পদ্ধতিতে ই-টেন্ডার আহবানের মাধ্যমে কাজ ২টি বাস্তবায়নের অনুমতি প্রদানের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, বৈদ্যুতিক খুটি দ্রুত স্থানান্তর করা না হলে রাস্তা সম্প্রসারণ ও ড্রেন নির্মাণ কাজ বিলম্ব হবে এবং এতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় জনদূর্ভোগ বাড়বে। e-GP এর OTM পদ্ধতিতে ২টি কাজের দরপত্র আহবানের নিমিত্ত সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১৫) জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অফিস (এনএসআই) সিলেট কার্যালয় ক্যাম্পাসের স্ট্রিট লাইট, গার্ডেন লাইট ও মেটাল হ্লাস লাইট মেরামত বাবদ প্রাক্কলিত ব্যয় ৩,৮৬,২৯৯/- (তিন লক্ষ ছিয়াশি হাজার দুই শত নিরানব্বই) টাকা। কাজটি DPM পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

(১৬) সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ১১ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ কাজলশাহ শাপলাগলি এলাকায় রাস্তা সম্প্রসারণের স্বার্থে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬৮,৭৪,৩০৯/- (আটষট্টি লক্ষ চুহাত্তর হাজার তিনশত নয়) টাকা। e-GP তে পিপিআর ২০০৮ এর ৬৩ (১) (ঘ) ধারা মোতাবেক কাজটি LTM পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

(১৭) প্রধান প্রকৌশলী কোভিড-১৯, Intregrated infrastructure development with extended area of Sylhet City Corporation, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ ও ADP/ADP Special/Revenue fund প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত সভায় উপস্থাপন করেন **(পরিশিষ্ট-খ)**।

(ক) বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে কোভিড-১৯ প্রকল্পের আওতায় ৮,৬৪,৮৫,৩৭১.১৯ (আট কোটি চৌষট্টি লক্ষ পঁচাশি হাজার তিনশত একাত্তর টাকা উনিশ পয়সা) টাকা ব্যয়ে ৩টি প্রকল্পের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে সভায় উপস্থাপন করা হয়। কাজগুলো হলো:

i. ২৮-৪২ নম্বর ওয়ার্ডের (১৫টি ওয়ার্ড) জন্য শক্তি সাশ্রয়ী রাস্তার আলো ব্যবস্থাপনা, ই-টেন্ডার নং-৯৯৪৮১৯, চুক্তিমূল্য ৪,৪৯,৮৮,২২৯.২৯/- (চার কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ আটাশি হাজার দুইশত উনত্রিশ টাকা উনত্রিশ পয়সা)।
ii. চান্দি পয়েন্ট থেকে ফকিরাপাড়া মসজিদ (চেইনেজ ০০-৫২৮ মি) ও বোরহান উদ্দিন রোড থেকে পশ্চিম মুরাদপুর পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন, (চেইনেজ ০০-৬১০ মি), ই-টেন্ডার নং- ৯৯৪৭৮৯, চুক্তিমূল্য ২,১৮,৬৭,৮৮৩.৫৯/- (দুই কোটি আঠারো লক্ষ সাতষট্টি হাজার আটশত তিরাশি টাকা উনষাট পয়সা)।
iii. শ্রীরামপুর সম্মুখ রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন (চেইনেজ ০০-৭৫০ মি), ই-টেন্ডার নং- ৯৯৪৮০১, চুক্তিমূল্য ১,৯৬,২৯,২৫৮.৩১/- (এক কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ উনত্রিশ হাজার দুইশত আটান্ন টাকা একত্রিশ পয়সা)।

(খ) সম্প্রসারিত এলাকাসহ মহানগরীর সমন্বিত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২৯,৮৮,০৮,৭৭৮/-(উনত্রিশ কোটি আটাশি লক্ষ আট হাজার সাতশত আটাত্তর) টাকার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের অনুমতি প্রদানের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। কাজগুলো হলো:

i. সোনাপুর এলাকায় রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন, ই-টেন্ডার নং- ৯৮৭২০৬, চুক্তিমূল্য ৪,৭১,৪১,৬৬৯.৯৪ (চার কোটি একাত্তর লক্ষ একচল্লিশ হাজার ছয়শত উনসত্তর টাকা চুরানব্বই পয়সা)।
ii. শাপলা বাইলেন রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন, ই-টেন্ডার নং- ১৮৭০৩৬, চুক্তিমূল্য ২,৫২,০১,১১২.৭১ (দুই কোটি বাহান্ন লক্ষ এক হাজার একশত বারো টাকা একাত্তর পয়সা)।
iii. শাপলা বাইলেন ও ভাতালিয়া এলাকায় আরসিসি ড্রেন নির্মাণ, ই-টেন্ডার নং-১৮৬৯১২, চুক্তিমূল্য ১,৩৫,১০,০৪১.৯৬ (এক কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ দশ হাজার একচল্লিশ টাকা ছিয়ানব্বই পয়সা)।

iv. সুয়েব আলী হাউজ হতে দারুল কোরআন একাডেমি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ, ই-টেন্ডার নং-৯৮৭৩৭০, চুক্তিমূল্য ৩,৩০,০৬,৩২৫.৫৬ (তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ ছয় হাজার তিনশত পঁচিশ টাকা ছাপ্পান্ন পয়সা)।

v. বন্দর জেলরোড পয়েন্ট হতে ধোপাদিঘী কালভার্ট এবং পুরানলেন এলাকায় আরসিসি ড্রেন নির্মাণ, ই-টেন্ডার নং- ৯৮৭১০৮, চুক্তিমূল্য ২,১১,১৮,৯৭৪.১৮ (দুই কোটি এগারো লক্ষ আঠারো হাজার নয়শত চুহাত্তর টাকা আঠারো পয়সা)।

vi. মৌবন ও যতরপুর এলাকায় আরসিসি ইউ টাইপ ড্রেন নির্মাণ, ই-টেন্ডার নং- ১৮৭১৩৪, চুক্তিমূল্য ২,৯৫,৪১,৯০১.৩৭ (দুই কোটি পচানব্বই লক্ষ একচল্লিশ হাজার নয়শত এক টাকা সায়ত্রিশ পয়সা)।

vii. সুয়েব আলী হাউজ হতে দারুল কোরআন একাডেমি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি। দ্বারা উন্নয়ন, ই-টেন্ডার নং-৯৮৭৯৬৪, চুক্তিমূল্য ২,৩৫,৫৪,৮৮৩.৮৫ (দুই কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার আটশত তিরাশি টাকা পচাশি পয়সা)।

viii. রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণসহ আখালিয়া নবাবী মশজিদ ও কবরস্থানের উন্নয়ন, ই-টেন্ডার নং-৯১৮৬৪৩, চুক্তিমূল্য ২,৩৫,৫৪,৮৮৩.৮৫ ((দুই কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার আটশত তিরাশি টাকা পচাশি পয়সা)।

ix. আখালিয়া নয়াপাড়া স্কুল থেকে চাঁদিওয়ালা বড়বাড়ি হয়ে শাবিপ্রবি-এর সীমানা প্রাচীর পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ, ই-টেন্ডার নং-৯৮৭৩২৬, চুক্তিমূল্য ৩,৩০,০৬,৩২১.০৮ (তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ ছয় হাজার তিনশত একুশ টাকা আট পয়সা)।

x. বাহুবল আবাসিক এলাকায় বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, ই-টেন্ডার নং-১০০৯৩৪৪, চুক্তিমূল্য ১,৪২,২৯,৪৫২.৩২ (এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার চারশত বাহান্ন টাকা বত্রিশ পয়সা)।

xi. লাউয়াই হতে ধরাধরপুর রাস্তা পর্যন্ত বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, ই-টেন্ডার নং- ১০১২৫৯১, চুক্তিমূল্য ৬১,২৫,৮৭৮.৭৯ (একষট্টি লক্ষ পচিশ হাজার আটশত আটাত্তর টাকা উনআশি পয়সা)।

xii. ইসলামপুর টেক্সটাইল রোড হতে অর্চিড নার্সারী পর্যন্ত আরসিসি ইউ টাইপ ড্রেন নির্মাণ, ই-টেন্ডার নং-১০১৪৪৩৬, চুক্তিমূলা ২,৮৭,২৪,৯২৩.০৪ (দুই কোটি সাতাশি লক্ষ চব্বিশ হাজার নয়শত তেইশ টাকা চার পয়সা)।

(গ) জলাবদ্ধতা নিরসন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৪,৫১,০৬,০৫৬/-(চার কোটি একান্ন লক্ষ ছয় হাজার ছাপ্পান্ন) টাকার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের বিষয়ে অনুমতি প্রদানের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। কাজটি হলো:

i. রায়েরগ্রাম এলাকায় আরসিসি ড্রেন, বাউন্ডারী ওয়াল ও কালভার্ট নির্মাণ, ই-টেন্ডার নং-৯৮৭৯৬৬, চুক্তিমূল্য ৪,৫১,০৬,০৫৬.১৪ (চার কোটি একান্ন লক্ষ ছয় হাজার ছাপ্পান্ন টাকা চৌদ্দ পয়সা)।

(ঘ) এডিপি (থোক)/এডিপি বিশেষ বরাদ্দ/ কর্পোরেশনের রাজস্ব ফান্ডের আওতায় ১১,৮৫,৬৪,৫০৫/- (এগারো কোটি পঁচাশি লক্ষ চৌষট্টি হাজার পাঁচশত পাঁচ) টাকা ব্যয়ে ০৭টি প্রকল্পের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের বিষয়ে অনুমতি প্রদানের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। কাজগুলো হলো:

i. বরইকান্দি কাজিরখলা মসজিদ রোডে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, ই-টেন্ডার নং- ১০০০৯০৬, চুক্তিমূল্য ৭৭,৭২,১৪৬.৪২ (সাতাত্তর লক্ষ বাহাত্তর হাজার একশত ছিচল্লিশ টাকা বিয়াল্লিশ পয়সা)।

ii. চান্দাই পয়েন্ট থেকে ফকিরাপাড়া মসজিদ পর্যন্ত বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, ই-টেন্ডার নং-১০০০৭৫৬, চুক্তিমূল্য ৬৩,৭৫,৭৮১.৬৯ (তিষট্টি লক্ষ পচাত্তর হাজার সাতশত একাশি টাকা উনসত্তর পয়সা)।

iii. তেলিরাই রোড নং-১ এ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, ই-টেন্ডার নং- ১০০০৯০৫, চুক্তিমূল্য ৮১,২১,২০১.৯২ (একাশি লক্ষ একুশ হাজার দুইশত এক টাকা বিরানব্বই পয়সা)।

iv. বরইকান্দি রোড নং-১ (হাবিব হোসেন রোড), ই-টেন্ডার নং- ১০০০৭৫২, চুক্তিমূল্য ৬৬,৪৫,০৭০.০৫ (ছেষট্টি লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার সত্তর টাকা পাঁচ পয়সা)।

সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।

www.scc.gov.bd

v. হায়দরপুর এবং সাহেবের গাঁও এলাকায় বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, ই-টেন্ডার নং- ১০০০৭৭৮, চুক্তিমূল্য ৬৭,০৪,৪৮৪.১৩ (সাতষট্টি লক্ষ চার হাজার চারশত চুরাশি টাকা তেরো পয়সা)। চালিবন্দর শ্মশানে ০২ তলা ভবন নির্মাণ, ই-টেন্ডার নং- ৭৮৭৯৭৫, চুক্তিমূল্য ২,০৮,৪৯,৯৯৫.২৮ (দুই কোটি আট লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার নয়শত পচানব্বই টাকা আটাশ পয়সা) টাকা।

vi. ডাম্পিং গ্রাউন্ড কাজ উন্নয়ন, ই-টেন্ডার নং- ১০০৬৫৩৯, চুক্তিমূল্য ৬,২০,৯৫,৮২৬.৩৮ (ছয় কোটি বিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার আটশত ছাব্বিশ টাকা আটত্রিশ পয়সা)

(১৮) বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে কোভিড-১৯ প্রকল্পের আওতায় রাস্তা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৩৬, ৩৭ ও ৩৯নং ওয়ার্ডে ৩টি গ্রুপে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের জন্য ৯৭,১৭,৮২৬/-(সাতানব্বই লক্ষ সতেরো হাজার আটশত ছাব্বিশ) টাকা, ১,২৫,৯৩,৪৬৫/- (এক কোটি পঁচিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার চারশত পঁয়ষট্টি) টাকা ও ৪৫,৩১,০৯৫/- (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার পঁচানব্বই) টাকার প্রাক্কলন উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে বাস্তবায়নের অনুমতি প্রদানের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বাউন্ডারী ওয়াল পূণ:নির্মাণের কোন বরাদ্দ নেই। বাউন্ডারী ওয়াল দ্রুত নির্মাণ না করা হলে কোভিড ১৯ প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। ফলে সিটি কর্পোরেশনের Performance নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিবে এবং ভবিষ্যতে কোভিড-১৯ প্রকল্পের বরাদ্দে অনিশ্চয়তা দেখা দিবে। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে রাস্তা সম্প্রসারণের স্বার্থে কাজ ৩টি বাস্তবায়নের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

(১৯) মশক নিধন কার্যক্রমের আওতায় মশার লার্ভা ধ্বংসকারী কীটনাশক লার্ভিসাইড (টেমেফস ৫০ইসি) ৭০০০ লিটার এবং এডালটিসাইড ২৫০০০ লিটার উন্মুক্ত দপ্তর পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয়ের অনুমতি প্রদানের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে মশার ঔষধ ক্রয়ের জন্য ২টি প্যাকেজে দরপত্র আহবানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

(২০) সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা সম্প্রসারণ এর ক্ষেত্রে বিদ্যমান সীমানা দেয়াল/অবকাঠামো অপসারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে নিলাম করা হয়ে থাকে। যেহেতু সিটি কর্পোরেশন হতে নতুন সীমানা দেয়াল নির্মাণ করে দেয়া হয় তাই নিলাম বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিদ্যমান সীমানা দেয়ালসহ অন্যান্য স্থাপনা অপসারণ করা হলে একদিকে যেমন সিটি কর্পোরেশনে রাজস্ব আয় হয় অপরদিকে অপসারণ খরচও সাশ্রয় হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে এ ব্যবস্থা চালু রাখার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক প্রকৌশল বিভাগের উপস্থাপিত কার্যক্রম গুলো (১-২০) নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ বলেন, প্রকৌশল বিভাগের কার্যক্রমগুলো সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন এবং এগুলো এজেন্ডাভুক্ত করা প্রয়োজন। তাছাড়া, উক্ত কার্যক্রমগুলো পিপিআর ২০০৮ অনুসরণপূর্বক বাস্তবায়নের উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ এর ধারা অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভায় ঐক্যমত পোষণ করা হয়।

(২১) প্রধান প্রকৌশলী বলেন, সিলেট স্টেশন ক্লাবের আরবারি কালচার বা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির নিমিত্ত একটি প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছিল। উক্ত প্রস্তাব যাচাই বাছাই করে ইস্টিমেট নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সভাপতি, সিলেট স্টেশন ক্লাবের প্রস্তাব সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক চূড়ান্ত ইস্টিমেট নির্ধারণ করে পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ এর ধারা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট সিটি কর্পোরেশনকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

(২২) সভায় কোন ব্যক্তিকে নলকূপ প্রদান না করে পাবলিক/সাধারণ জনগণের ব্যবহারের জন্য নলকূপ প্রদান করার বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করা হয়।

(২৩) যানজট নিরসনের নিমিত্ত ২৬ নাম্বর ওয়ার্ডে রাস্তা ডিভাইডার করা হবে মর্মে পরিবহণ শ্রমিকদের সাথে আলোচনা হয়েছে বলে উপ পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) জানিয়েছেন। তাছাড়া, তিনি ১০টি ট্রাফিক পুলিশ বক্স

মেরামত করার প্রস্তাব করেন। সভাপতি বলেন, এ বিষয়ে প্রকৌশল শাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে ব্যাংকারদের এ বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

(২৪) পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ বলেন, বর্তমানে হয়রানির উদ্দেশ্যে অনেকে মামলা রুজু করছেন মর্মে অনেকে তথ্য প্রদান করছেন। তবে উক্ত মামলাগুলো সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করা হবে। কাউকে অযথা হয়রানি করা হবে না। কারো নাম মামলায় অন্তর্ভুক্ত হলে বিস্তারিত তথ্যাদিসহ জানানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

(২৫) ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ বলেন, সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সড়ক বাতি মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি, সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সড়ক বাতি মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

(২৬) ওয়ার্ড নং ৮, ৯ ও ১০ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত লিফলেট সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত লিফলেট ছাপিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সভায় ঐক্যমত পোষণ করা হয়।

(২৭) মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও ৪২ টি ওয়ার্ডের দিবারাত্রী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজের জন্য শলার ঝাড়ু আগষ্ট- নভেম্বর/২৪ পর্যন্ত ৪ মাসের ঝাড়ু ক্রয় করা যেতে পারে মর্মে সভায় ঐক্যমত পোষণ করা হয়।

(২৮) ডাম্পিং গ্রাউন্ডে বিগত জুলাই মাসে কর্মরত সুপারভাইজার রফিক আহমদ হার্ট এট্যাক করে মৃত্যুবরণ করায় তাঁর সহোদয় ভাই চাকুরীর জন্য আবেদন করেছেন মানবিক বিবেচনায় তাকে চাকুরী দেয়ার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

(২৯) সিলেট মেডিক্যাল কলেজ ও শহীদ সামসুদ্দীন হাসপাতাল দুইটি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজের জন্য (৪+৪)= মোট ৮ জন শ্রমিক চেয়েছেন চাহিদা বিবেচনায় তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৮ জন শ্রমিক নিয়োজিত করার বিষয়ে সভায় ঐক্যমত পোষণ করা হয়।

(৩০) নেজারত বিভাগ চীফ জুডিশিয়াল আদালত ভবন ও বিভিন্ন সরকারী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ও এলাকা ভিত্তিক ব্যাক্তিদের চাহিদার অনুকূলে ডাস্টবিন বরাদ্দের জন্য ১৫০ টি ২৪০ লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন ও ১৫০ টি ১২০ লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন মোট ৩০০ টি ডাস্টবিন ক্রয় করার বিষয়ে সভায় ঐক্যমত পোষণ করা হয়।

(৩১) মঈন উদ্দিন আদর্শ মহিলা কলেজ, সিলেট-এ গেট ও শহিদ মিনার স্থাপন করার বিষয়ে সভায় ঐক্যমত পোষণ করা হয়। এছাড়া কলেজে বিশুদ্ধ পানির সংকট থাকায় ছাত্রী ও শিক্ষকদের সুবিধার্থে কলেজের অভ্যন্তরে গভীর নলকুপ স্থাপন করার বিষয়ে সভায় ঐক্যমত পোষণ করা হয়।

(৩২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, লাইসেন্স শাখার কাগজ ক্রয় বাবদ (A4 ১০০ গ্রাম অফসেট ১০০ রিম ও A4 ৮০ গ্রাম অফসেট ১০০ রিম) ১,১৪,৫৬০/- (এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার পাঁচশত ষাট) টাকা, বর্ষাকালে সিটি কর্পোরেশনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য কার্যক্রম নির্বিঘ্নে পরিচালনার নিমিত্ত ওয়ার্ড সচিববৃন্দ ও অফিস সহায়কদের জন্য রেইনকোর্ট ক্রয় বাবদ (১২৫×১৬৮০/-)= ২,১০,০০০/- (দুই লক্ষ দশ হাজার) টাকা, বিভিন্ন শাখার ষ্টেশনারী মালামাল ক্রয় বাবদ (A4 ৮০ গ্রাম অফসেট ২০০ রিম, A4 ৬৫ গ্রাম নরমাল ১০০ রিম, লিগেল ৮০ গ্রাম অফসেট ৭০ রিম, লিগেল ৬৫ গ্রাম নরমাল ৩০ রিম, ফেসিয়াল টিস্যু ১৬ ডজন, নেপকিন টিস্যু ৫ ডজন ও টয়লেট টিস্যু ১২ ডজন) ২,১৪,২১৮/- (দুই লক্ষ চৌদ্দ হাজার দুইশত আঠারো) টাকা, বৈদ্যুতিক শাখার রেইনকোর্ট ক্রয় বাবদ (১৪৫×১৬৮০/-)= ২,৪৩,৬০০/- (দুই লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার ছয়শত) টাকা, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ফাইল বোর্ড ফাইল কাভার ছাপানো/সরবরাহ (৪০০০×৬৮/-)= ২,৭২,০০০/- (দুই লক্ষ বাহাত্তর হাজার) টাকা, পরিবহন শাখার ড্রাইভারদের জন্য রেইনকোর্ট ক্রয় বাবদ (১৬০×১৬৮০/-)= ২,৬৮,৮০০/- (দুই লক্ষ আটষট্টি হাজার আট শত) টাকা, পরিবহন শাখার লগ বহি ছাপানো/সরবরাহ বাবদ (৩০০×৫০০/-)= ১,২৩,০০০/- (এক লক্ষ তেইশ হাজার)

টাকা, সিলেট সিটি কর্পোরেশনে ব্যবহারের জন্য বাংলা প্যাড বহি বাবদ (৭৫০×৩৭০/-)= ২,৭৭,৫০০/- (দুই লক্ষ সাতাত্তর হাজার পাঁচশত) টাকা, সিলেট সিটি কর্পোরেশনে পানি সরবরাহ শাখার বিল প্রিন্টের কাগজ বাবদ (৫০০×৫৫০/-)= ২,৭৫,০০০/- (দুই লক্ষ পচাত্তর হাজার) টাকা এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন দপ্তরে ও কর্মকর্তাদের গাড়িতে ব্যবহারের জন্য ৬০ পিস মশা নিধন স্প্রে ACI এরোসল বাবদ ২৪৯০০/- (চব্বিশ হাজার নয়শত) টাকা ব্যয় করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উক্ত ব্যয় অফিসিয়াল কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত নির্বাহ করা হয়েছে বিধায় তা পরিশোধের বিষয়ে সভায় ঐক্যমত পোষণ করা হয়।

(৩৩) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বলেন, স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসের বেতন, ভাতা, সর্বমোট ১,১৩,৩৪,১৩০/- (এক কোটি তেরো লক্ষ চৌত্রিশ হাজার একশত ত্রিশ) টাকা, মাস্টাররোলে কর্মকর্তা/কর্মচারীর সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসের বেতন, ভাতা বাবদ সর্বমোট ২,৫৪,১০,৫৫১/- (দুই কোটি চুয়ান্ন লক্ষ দশ হাজার পাঁচশত একান্ন) টাকা, কাউন্সিলরবৃন্দের সম্মানী বাবদ ২৫,৬৯,০৩২/- (পঁচিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার বত্রিশ), বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখার ৪৮৪ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মীর বেতন বাবদ ৬৮,৮৫,০০০/- (আটষট্টি লক্ষ পচাশি হাজার), বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখার ৪৭৬ জন ওয়ার্ড ভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা কর্মীর বেতন বাবদ ৭১,৪০,০০০/- (একাত্তর লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখার ১৭১ জন সুইপারের বেতন ও পূজার বোনাস বাবদ ১১,২৯,২৮০/- (এগারো লক্ষ উনত্রিশ হাজার দুইশত আশি) টাকা, রুট সফট আইটি এর পরামর্শ ফি বাবদ ১,১৪,০০০/- (এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার) টাকা, ১০ আনসার স্ট্রাকিং ফোর্সের বেতন বাবদ ৩,৪৫,০০০/- (তিন লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার) টাকা, জেলা আনসার ও ভিডিপি ১৬ জনের বেতন বাবদ ২,৭১,৪০৪/- (দুই লক্ষ একাত্তর হাজার চারশত চার) টাকা, ৪৯টি পূজার মন্ডপ পরিস্কার কাজের লেবার বিল বাবদ ৪,৯০,০০০/- (চার লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা, দূর্গাপূজা উপলক্ষে নগরীতে আলোকসজ্জার বিল বাবদ ২,২১,৯৭৪/- (দুই লক্ষ একুশ হাজার নয়শত চুয়াত্তর) টাকা, পরিবহন শাখার জ্বালানী তেল সরবরাহ বাবদ ৪৫,৫০,৮৭৫/- (পয়তাল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আটশত পচাত্তর) টাকা, বিভিন্ন গাড়ির লুব্রিকেন্ট সরবরাহ বাবদ ৩,১৮,৬৪৯/- (তিন লক্ষ আঠারো হাজার ছয়শত উনপঞ্চাশ) টাকা, সিএনজি জ্বালানী সরবরাহ বাবদ ৮,৩২০/- (আট হাজার তিনশত বিশ) টাকা, জীপ গাড়ির যন্ত্রাংশ সরবরাহ বাবদ ১,১৫,০০০/- (এক লক্ষ পনের হাজার) টাকা, প্রটোকল পিকাপ গাড়ির যন্ত্রাংশ সরবরাহ বাবদ ৯৬,৬০০/- (ছিয়ানব্বই হাজার ছয়শত) ও বিভিন্ন গাড়ি মেরামতের অগ্রিম বাবদ ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা, ইউনিসেফ এর আর্থিক সহায়তায় কর্মরত ৪২ জন কর্মচারীর বেতন বাবদ ৬,১৫,২৫০/-(ছয় লক্ষ পনেরো হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা, নকশা অনুমোদন কমিটির সদস্যদের সম্মানী বাবদ ৫১,৩০০/-(একান্ন হাজার তিনশত) টাকা, আইডি কার্ড তৈরির বিল বাবদ ১৬,৪০০/- (ষোলো হাজার চারশত) টাকা, মাইকিং বাবদ ১২,৭০০/- (বারো হাজার সাতশত) টাকা এবং বেওয়ারিশ লাশ দাফনের অগ্রিম বাবদ ৬৯,০০০/- (উনসত্তর হাজার) টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

তাছাড়া, ট্রাক টার্মিনালের বিদ্যুৎ বিল বাবদ ১,১৫,৪৪০/-(এক লক্ষ পনেরো হাজার চারশত চল্লিশ) টাকা, টুলটিকর আঞ্চলিক অফিস ভাড়া (ফেব্রুয়ারি-আগস্ট ২৪) বাবদ ১,৪০,০০০/-(এক লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা, বিভিন্ন মালামাল বিল বাবদ ৭৬,৮৪২/- (ছিয়াত্তর হাজার আটশত বিয়াল্লিশ) টাকা, সিটিনেট ফি বাবদ ২,১৩,৬০০/-(দুই লক্ষ তেরো হাজার ছয়শত) টাকা, মোবাইল কোর্টের বিল বাবদ ৫২,০০০/-(বায়ান্ন হাজার) টাকা, উত্তর সুরমা বাস টার্মিনালের বিদ্যুৎ বিলের জামানত ফেরত বাবদ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা, সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভার আপ্যায়ন বিল বাবদ ৫৫,৬৪০/- (পঞ্চান্ন হাজার ছয়শত চল্লিশ) টাকা, ওসমান মিয়া হাসপাতালের বৈদ্যুতিক কাজের জামানত ফেরত বাবদ ৮১,৪৭৫/- (একাশি হাজার চারশত পঁচাত্তর) টাকা, মাইকিং বিল বাবদ ৪১,৪০০/-(একচল্লিশ হাজার চারশত) টাকা, ফুটপাত দখলমুক্তকরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি বাবদ ১২,৭০০/-(বারো হাজার সাতশত) টাকা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সামগ্রী ক্রয় বাবদ ২২,০০৯/- (বাইশ হাজার নয়) টাকা, ২০৮ কেজি ঝাড়ু ক্রয় বাবদ ২২,৩৪০/- (বাইশ হাজার তিনশত চল্লিশ) টাকা, পরামর্শকের ফি বাবদ ৫২,৫০০/- (বায়ান্ন হাজার পাঁচশত) টাকা, শারিরীক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এর ৫০০০ বোতল পানি সরবরাহের বিল বাবদ ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা, আনসারদের গ্যাস বিল বাবদ ১৬,৫০০/- (ষোলো হাজার পাঁচশত) টাকা, কর্মকর্তা কর্মচারীদের টিএ বিল বাবদ ৫,২৪,৪১৪/- (পাঁচ লক্ষ চব্বিশ হাজার চারশত চৌদ্দ) টাকা, ওসমান মিয়া হাসপাতালের নেট বিল বাবদ ৬৩০০/-(ছয় হাজার তিনশত) টাকা, প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের সম্মানী ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা, জন্ম মৃত্যু রেজিস্টার ছাপার বিল বাবদ ২০,৩৫৮/-(বিশ হাজার তিনশত আটান্ন) টাকা, ওয়েবসাইট নবায়ন ফি বাবদ ৫৪৭৫/- (পাঁচ হাজার চারশত পঁচাত্তর) টাকা, ট্রাক টার্মিনালের বিদ্যুৎ বিলের জামানত ফেরত বাবদ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের সম্মানি ও আপ্যায়ন বিল বাবদ ৫৫,৫০০/ -(পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশত) টাকা, মোবাইল

কোর্টের বিল বাবদ ১,৩০,০০০/- (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা, নগর ভবনের সামনের জানালার গ্লাস লাগানোর বিল বাবদ ২,৩৪,১৩৩/- (দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার একশত তেত্রিশ) টাকা, দুর্গাপুজার আলোকসজ্জা বাবদ ১,২৯,০৭৬/- (এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার ছিয়াত্তর) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে (**পরিশিষ্ট-'গ'**)। উক্ত ব্যয় অফিসিয়াল কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত নির্বাহ করা হয়েছে বিধায় তা পরিশোধের বিষয়ে সভায় ঐক্যমত পোষণ করা হয়।

৩। সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সাধারণ জনগণকে জরুরী সেবা প্রদানের নিমিত্ত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য্য ও ভৌত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি বিধান অনুসরণ করা হয়। তবে জরুরী কার্যাদি সম্পাদনের জন্য RFQ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ~~উক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে সারা বছরে ১,৩০,০০,০০০/- (এক কোটি ত্রিশ লক্ষ) টাকার ক্রয় করার বিধান রয়েছে।~~ ইতোমধ্যে উক্ত ক্রয় সীমা অতিক্রম করায় বর্তমানে জরুরী ক্রয় কার্যাদি DPM পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে মর্মে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন। এ প্রসঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা DPM পদ্ধতিতে ক্রয় কার্যক্রম হ্রাস করে OTM পদ্ধতিতে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করার বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন। তবে একান্ত প্রয়োজন বিবেচনায় ৫ সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে DPM পদ্ধতিতে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা যেতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

৪। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন লালদিঘীরপাড় দোকান বিল্ডিং নির্মাণ, লালদিঘীরপাড়ে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ, এম.এ.জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজের ডাইরেক্টর কোয়াটারের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বাথরুম রিপিয়ারিং, জালালাবাদ পার্কের বাথরুম রিপিয়ারিং, পীর হাবিবুর রহমান পাঠাগার ভবনের আন্ডার গ্রাউন্ডের রং ও ইলেকট্রিক কাজ। প্রাক্কলন ব্যয় ১,৫৩,৫০,৪৭০.০০/- (এক কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার চারশত সত্তর) টাকা। কাজটি OTM পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

৫। পরিশেষে আর কোন বিশেষ আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৩/১০/২০২৪

আবু আহমদ ছিদ্দীকী, এনডিসি
প্রশাসক
সিলেট সিটি কর্পোরেশন
ও
বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব)
সিলেট বিভাগ, সিলেট

স্মারক নম্বর: ৪৬.০৭.০০০০.০০৪.০৬.১৩.২৪.৬১৪২ তারিখ: ২১.১০.২০২৪ খ্রি.

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. জনাব জুবায়েদুর রহমান, উপ-পুলিশ কমিশনার, সিলেট
৩. জনাব সুবর্ণা সরকার, উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট
৪. জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট
৫. জনাব মোঃ শেখ সাদী রহমতুল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট
৬. জনাব মোঃ শাহাদাত আলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট
৭. জনাব আহসান উদ্দিন আহমদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সিলেট
৮. জনাব মোঃ উসমান গনি, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সিলেট
৯. জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেইন, নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন অধিদপ্তর, সিলেট
১০. জনাব মোঃ বদরুল হুদা, সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট

সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।

www.scc.gov.bd

১১. জনাব এ এস এম আব্দুল ওয়াদুদ, উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড, সিলেট
১২. জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন, বিভাগীয় উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, সিলেট
১৩. জনাব ডা. মোঃ আনিসুর রহমান, পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিলেট
১৪. জনাব মোঃ নাজমুল আলম, সহকারী বন সংরক্ষক, বন বিভাগ, সিলেট
১৫. জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, বিভাগীয় উপ-পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স
১৬. শাখা প্রধান, ...(সকল), সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

স্মারক নম্বর: ৪৬.০৭.০০০০.০০৪.০৬.১৩.২৪.৩১৪১ তারিখ: ২১.১০.২০২৪ খ্রি.

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে):

১. প্রশাসক মহোদয়ের একান্ত সচিব, সিলেট (প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২. সংশ্লিষ্ট নথি।

21/10/24

(মোঃ আশিক নূর)
সচিব
ফোন: ০২৯৯৬৬-৩৬০৬৪
ই-মেইল: secretary@scc.gov.bd